সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

প্রথম অভিনয—শুক্রবাব, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম. এ.

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা.৬

প্রকাশক—
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি, এস, সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—
মূল্য দুই টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭-২ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

চরিত্র পরিচয়

সমুদ্রগুপ্ত	ভারত সম্রাট।
কচগুপ্ত	ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা
অগ্নিমিত্র মলয়কেতু অর্জ্জুন	ঐ সেনাপতিগণ।
সিদ্ধার্থক ইন্দ্রদত্ত বার্তাবহ	ঐ অনুচরগণ।
রাহুল	কচগুপ্তের পুত্র।
বাঘরাজ	মহাকান্তারের রাজা।
মন্ত্ররাজ	ঐ সেনাপতি।
বিক্রম	ঐ পালিত পুত্র
রুদ্রসিংহ	শকরাজা।
জয়দেব	নেপালের লিচ্ছবী রাজা।
হরিষেণ	মহামাত্য।
কালিদাস	কবি।
গ্রেগোফেরাস্	গ্রীক্ রাজা।

সিংহল দূত, প্রতিহারী ও সৈনিকগণ।

কাঞ্চন	মন্ত্ররাজের ভগ্নি।
বসন্তসেনা	রাজনটী।
পদ্মাবতী	বাঘরাজের মহিষী।
মঞ্জুশ্রী	তাম্বুল করঙ্কবাহিনী।
পত্রলেখা	পরিচারিকা।

নর্ত্তকীগণ।

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দ

সমুদ্রগুপ্ত	শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত
রাঘররাজ	শ্রীভূমেন রায়
কচগুপ্ত	শ্রীমিহির ভট্টাচার্য্য
হরিষেণ	শ্রীসন্তোষ দাস
ইন্দ্রদত্ত	শ্রীসুশীল ঘোষ
অর্জ্জুন	শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায
অগ্নিমিত্র	শ্রীচন্দ্রশেখব দে
কালিদাস	শ্রীকালিপদ চক্রবর্ত্তী
গেণ্ডোফেরাস্	শ্রীদেবেন বন্দ্যাপাধ্যায (এঃ)
মন্ত্ররাজ	শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
বিক্রম	শ্রীমান অনুপ কুমাব
সিদ্ধার্থক	শ্রীমুরারী মুখোপাধ্যায (বাণীবাবু)
মলয়কেতু	শ্রীরবি রায় চৌধুবী
সিংহল দূত	শ্রীমনি চট্টোপাধ্যায় (এঃ)
জয়দেব	শ্রীশান্তি দাসগুপ্ত
বার্তাহক	শ্রীপতিতপাবন মুখোপাধ্যায
রুদ্রসিংহ	শ্রীউমাপদ বসু
রাহুল	কুমারী শ্যামলী
গ্রীক্ সৈনিক	শ্রীবলাই গরাই
অন্যান্য চরিত্রে	শ্রীবিষ্ণু সেন, শ্রীশঙ্কর সরকার, শ্রীজয়দেব নাগ ও শ্রীসলিল সরকার।

বসন্তসেনা	শ্রীমতি ফিরোজাবালা
কাঞ্চন	„ পূর্ণিমা দেবী
মঞ্জুশ্রী	„ ঝর্ণা দেবী
পদ্মাবতী	„ বন্দনা দেবী
পত্রলেখা	„ সবিতা



ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনয় রজনীর

—সংগঠনকারীগণ—

সত্ত্বাধিকারী :	শ্রীসলিলকুমার মিত্র, বি, কম
পরিচালক :	শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম, এ
সুরশিল্পী :	শ্রীধীরেন দাস
নৃত্যশিল্পী :	পিটার গোমেস্
মঞ্চশিল্পী :	শ্রীমনীন্দ্রনাথ দাস (নান্টুবাবু)
আলোক সম্পাতকারী :	শ্রীমন্মথ ঘোষ
স্মারক :	শ্রীআশুতোষ ভট্টচার্য্য,
	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
বেশকারক :	শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী
	শ্রীওঙ্কার মিশ্র,
	শ্রীবটকৃষ্ণ দাস,
	শ্রীগদাধর দাস,
	শ্রীফেলারাম দাস,
	শ্রীসত্যেন সর্ব্বাধিকারী,
	সেখ ফয়ছাদ্,
	সেখ্ মুরু।
এক্লিফায়ার বাদক :	শ্রীদুলাল মল্লিক

যন্ত্রী সঙ্ঘ : শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীশিশির চক্রবর্ত্তী,
শ্রীকার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়,
শ্রীসতীশ বসাক,
শ্রীমুরারী রায় চৌধুরী,
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে,
শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীমিহির মিত্র,
শ্রীঅনিলবরণ রায়।

মঞ্চ-তত্ত্বাবধায়ক : শ্রীঅনিল বোস।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিন্ধু নদীতে একখানি গ্রীক জাহাজ। জাহাজে গ্রীক নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে। পার্থিয়ান গ্রীকরাজা গেণ্ডোফেরাস, শকরাজা রুদ্রসিংহ, নেপালের লিচ্ছবীরাজ জয়দেব প্রভৃতি পরামর্শ করিতেছেন।

গেণ্ডোফেরাস— শকনরপতি রুদ্রসিংহ, নেপালের লিচ্ছবীকুলতিলক মহারাজ জয়দেব, সত্য,স্বীকার করি সমুদ্রগুপ্তের বাহিনীর অলৌকিক ক্ষিপ্রতা। আমাদের শত্রু হলেও এই দিগ্বিজয়ী সম্রাটের রণ-দক্ষতা দেখে মনে পড়ে বিশ্বজয়ী গ্রীকসম্রাট সেকেন্দর শার কথা! কিন্তু সে যা হোক, প্রকাশ্যে সমুদ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে পরামর্শ করা সমীচিন নয় বলেই আজ এই প্রমোদ তরণীতে আমরা সমবেত হয়েছি, আনন্দ উৎসবের অন্তরালে বসে স্থির হবে আমাদের গুপ্ত পরামর্শ!

রুদ্র—পরামর্শের পূর্ব্বে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে গ্রীকরাজ,যে হিমাচল হতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত বিরাট ভূখণ্ড আজ দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের পদানত। ইতঃপূর্ব্বে এক মৌর্য্যবংশীয় প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোক ব্যতীত কোন সম্রাট ভারতে এতবড় সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারেননি। আমরা এই তিনজন মাত্র নরপতি মিলিত হয়ে—

গেণ্ডো—না, মাত্র তিনজন কেন ? ইতঃপূর্ব্বে বলেছি, দৈবপুত্র সাহী সাহানুসাহী, নাগরাজ নাগসেন আমাদের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। সুরাষ্ট্রের মুরুণ্ডাগণ, চন্দ্রবর্ম্মা, অচ্যুত, নন্দী, বলবর্ম্মা প্রভৃতি রাজন্যগণের সঙ্গেও আমাদের সংযোগ স্থাপনের সুযোগ উপস্থিত হযেছে। তাছাড়া মহাকান্তারের মহারাজ বাঘরাজ এবং সমুদ্রগুপ্তের বৈমাত্রভ্রাতা কচগুপ্ত আমাদের প্রধান সহায। এই সম্মিলিত শক্তি নিয়ে যদি আমরা একবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি তবেই নিজ নিজ স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারব। নইলে আমাদের চিরতরে সমুদ্রগুপ্তের দাসত্ব বরণ করতে হবে।

জয়দেব—গ্রীকরাজের কথা সম্পূর্ণ সত্য। আর কাল বিলম্ব নয়, আমাদের পরস্পরের সম্মিলিত হবার এই শেষ সুযোগ।

রুদ্র—উত্তম, গ্রীকরাজ গেণ্ডোফেরাস এই মাত্র যে সব নরপতির নাম উল্লেখ করলেন, তাঁরা যদি আমাদের সঙ্গে মিলিত হন, তাহলে সমুদ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযান করতে আর কোনো দ্বিধা থাকতে পারে না।

গেণ্ডো—কিছু মাত্র নয়। তাহলে আমাদের এখনকার কর্ত্তব্য এঁদের প্রত্যেককে আহ্বান করে এক শক্তিশালী সম্মিলিত বাহিনী গঠন করা—

রুদ্র—হাঁ, সেই সম্মিলিত বাহিনীতে আমরা শকজাতি আমাদের সর্ব্ব সামর্থ্য নিয়ে যোগদান করব এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি গ্রীকরাজ—

জয়দেব—নেপালের লিচ্ছবীগণের পক্ষ হতেও আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন রাজা।

(গ্রীক সৈনিকের প্রবেশ)

গেণ্ডো—সংবাদ !

সৈনিক—স্থলরক্ষী সৈনিকের এই সঙ্কেত পত্র।

(পত্রদান—)

গেণ্ডো—আশ্চর্য্য ! তাদের সংখ্যা কিছু অনুমিত হয়েছে ?

সৈনিক—অন্ততঃপক্ষে বিশ সহস্র অশ্বারোহী—

গেণ্ডো—বিশ সহস্র অশ্বারোহী ! স্থলরক্ষীকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বল ; তাদের গতিপথ নির্ণিত হলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংবাদ দেবে।

(অভিবাদন করিয়া সৈনিকের প্রস্থান—)

রুদ্র—ব্যাপার কি রাজা !

গেণ্ডো—বিশ সহস্র অশ্বারোহী সিন্ধুনদের দিকে ধেয়ে আসছে। তবে তাদের গতিপথ বা লক্ষ্যস্থল এখনো নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এ সৈন্য কার কিছু অনুমান করতে পারেন আপনারা ?

রুদ্র—কিছুই বুঝতে পারছিনা। এক ভয় সমুদ্রগুপ্ত যদি···না সেও তো বহুদূরে ! তবে—

জয়দেব—যেই হোক আমার বিবেচনায় জাহাজ এই তটভূমিতে নোঙ্গর করে রাখা আর সমীচিন নয়। বরং সিন্ধুনদীর মধ্যস্থলে জাহাজ সরিয়ে নিতে আদেশ দিন। সেখান হতেই আমরা এই বিরাট বাহিনীর গতি বিধি লক্ষ্য করব।

গেণ্ডো—ঠিক বলেছেন রাজা, জাহাজের নোঙ্গর তুলতে আদেশ দিই।

প্রস্থানোদ্যত—

রুদ্র—দাঁড়ান, ঐ শুনছেন মেঘ গর্জ্জন, ভীষণ ঝড় উঠবে ! বাতাসের প্রমত্ত হুঙ্কার ধ্বনি শুনুন ! এই আসন্ন ঝড়ের মাঝখানে জাহাজ খুলে দেওয়া উচিত হবে কি রাজা ?

জয়দেব—ঝড় উঠবে। হ্যাঁ গর্জ্জন ধ্বনি শুনছি বটে ! কিন্তু আকাশ তো পরিষ্কার। নির্মেঘ আকাশ চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। তবে ঝড় কেমন করে ?

(ইতঃমধ্যে দূরবীক্ষণ দিয়া গ্রীকরাজ দূরে দেখিতেছিলেন)

গেণ্ডো—না ঝড় নয়, অসংখ্য যুদ্ধ জাহাজ সিন্ধুনদীর দুধার হতেই ধেয়ে আসছে! অবিলম্বে জাহাজগুলি এখানে এসে পৌছুবে। ঐ দেখুন, দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীতও এখন জাহাজগুলিকে দেখা যাচ্ছে! নিশ্চয়ই কোনো প্রবল শত্রু দুধার হতে আমাদের অবরুদ্ধ করতে আসছে!

(সৈনিকের পুনঃ প্রবেশ—)

সংবাদ ?

সৈনিক—বাহিনীর লক্ষ্য সম্ভবতঃ আমাদের এই জাহাজ, তারা দৃষ্টি পথের মধ্যে এসে পড়েছে।

গেণ্ডো—যাও, প্রতি রক্ষী, প্রতি নাবিককে অস্ত্র নিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে বল। জাহাজে আমরা এক প্রাণী জীবিত থাকতে শত্রুকে জাহাজ নিতে দেবনা। আমার অস্ত্র…অস্ত্র

[অগ্নিমিত্র ও সৈনিকরা জাহাজের উপর অন্য জাহাজ হইতে লাফাইয়া পড়িল।]

অগ্নিমিত্র—অপেক্ষা! যে যেখানে আছেন স্থির হয়ে দাঁড়ান। বৃথা রক্তপাতে আমাদের বিন্দুমাত্র অভিলাষ নাই।

গেণ্ডো—কে আপনি!

অগ্নি—আমি ভারতেশ্বর মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের সৈন্যাধ্যক্ষ অগ্নিমিত্র।

গেণ্ডো—অগ্নিমিত্র! আমরা তো ভারতেশ্বরের সঙ্গে কোনো শত্রুতা করিনি! আমাদের প্রমোদ তরণীতে অকস্মাৎ আপনার এরূপ অতর্কিত এবং অনধিকার অভিযানের হেতু কি জানতে পারি সেনাপতি ?

অগ্নি—ভারতেশ্বরের সেনাপতি গ্রীকরাজার কাছে কৃতকার্য্যের জন্য কৈফিয়ৎ দেয়না। গ্রীক রাজার কাছে তাঁরই কৃতকার্য্যের কৈফিয়ৎ গ্রহণ করতে আজ এ সিন্ধুনদ তটে উপস্থিত হয়েছেন—

গেণ্ডো—কে !

অগ্নি—স্বয়ং ভারতেশ্বর সমুদ্রগুপ্ত।

সকলে—সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত! এখানে !!!

নেপথ্যে রক্ষী—সর্ব্বরাজচ্ছেত্তা পৃথিব্যামপ্রতিরথস্য
চতুরদধি সলিলস্বাদিত্যযশো-ধনদা-
বরুণেন্দ্রান্তক-কৃতান্তপরশু সমরশত বিজয়
অজিতরাজজেতাজিত লিচ্ছবিদৌহিত্র মহারাজাধিরাজ
শ্রীসমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমাঙ্ক !!

[সমুদ্রগুপ্তের প্রবেশ]

সমুদ্রগুপ্ত—গ্রীকরাজ গেণ্ডোফেরাস্, পঞ্চনদ প্রদেশে পদার্পণ করেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অন্তরে বাসনা জাগল। আপনাদের রাজধানীতে আপনার সন্ধান পেলুম না, তাই বাধ্য হয়ে এই প্রমোদ তরণীতে অসময়ে উপস্থিত হয়ে আপনার আনন্দ বিলাসে বাধা জন্মালুম।

গেণ্ডো—সম্রাট !

সমুদ্র—যাক, অধিক্ষণ আপনাদের সময় গ্রহণ করব না, কারণ আমার নিজেরও সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। দুএকটী প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পেলেই আমি এস্থান পরিত্যাগ করব।

গেণ্ডো—আদেশ করুন সম্রাট !

সমুদ্র—আপনি জাতিতে পার্থিয়ান গ্রীক্?

গেণ্ডো—হাঁ সম্রাট !

সমুদ্র—স্বদেশ পরিত্যাগ করে এসে সুদূর পঞ্চনদ প্রদেশে একটী রাজ্য স্থাপন করে বহুদিন ভারতে বসবাস করছেন ?

গেণ্ডো—হাঁ সম্রাট…

সমুদ্র—বহুদিন স্বদেশ ত্যাগ করে এসেছেন। বর্ত্তমানে আপনি কি

আপনার জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করতে চান? অবশ্য সেরূপ ইচ্ছা হলে আমি উপযুক্ত রক্ষীসহ আপনাকে অবিলম্বে আপনার স্বদেশে প্রেরণ করবার ব্যবস্থা করে দেব।

গেণ্ডো—সম্রাটের এ প্রশ্নের অর্থ? আমি তো ভারত ত্যাগ করবার কোনো অভিলাষ কখনো পোষণ করিনি!

সমুদ্র—সত্য! স্বর্ণপ্রসূ ভারতে এসে কামধেনুর মত যতদিন ভারতবর্ষকে দোহন করা চলে ততদিন কোনো বিদেশীই স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ করতে চায় না। তারা ভারত ত্যাগ করে শুধু তখনই যখন ভারতের উদ্যত বজ্রবাহু তাদের জোর করে এ দেশ হতে বহিষ্কার করে দেয়। স্মরণ থাকে যেন গ্রীক রাজা, ভারতবর্ষে অবস্থান করে ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে নীচ চক্রান্ত জালে লিপ্ত হলে তার ফল আপনার পক্ষে ভয়াবহ।

গেণ্ডো—একি অন্যায় অভিযোগ সম্রাট! আমি তো আপনার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করিনি।

সমুদ্র—কোন চক্রান্ত করেন নি!

গেণ্ডো—না, কখনও নয়।

সমুদ্র—হুঁ... অগ্নিমিত্র, সিংহল দূত।

[অগ্নিমিত্রের ইঙ্গিতে সিংহল দূতের প্রবেশ]

সিংহল দূত, অকপটে আপনার বক্তব্য নিবেদন করুন।

সিংহল দূত—সিংহল অধিপতি মহারাজ মেঘবর্ণের আদেশে আমি এসেছিলুম ভারতেশ্বরের নিকট একটী প্রার্থনা নিয়ে।

সমুদ্র—কী প্রার্থনা?

সিংহল—বৌদ্ধশ্রমণদের বিশ্রামের নিমিত্ত সিংহলরাজ বৌদ্ধগয়ার সন্নিকটে দুইটী মঠ স্থাপন করবার অনুমতি প্রার্থনা করতে আমায় ভারত সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেছেন।

সমুদ্র—অতঃপর !

সিংহল—ভারতের রাজধানী পাটালীপুত্রে যাবার পথে গ্রীক রাজার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমায় সম্রাটের সমীপে উপস্থিত হতে নিষেধ করেন। বলেন যে ভারত সম্রাট নিজে হিন্দু, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন, পীড়ন করেন। মঠ স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলে সম্রাট হযতো আমার প্রাণবধের দণ্ডাজ্ঞা দান করবেন। এই কথা শুনে আমি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই সিংহলে ফিরে যাচ্ছিলুম, পথে দৈবক্রমে স্বয়ং ভারত সম্রাটের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে গেল।

সমুদ্র—গ্রীক রাজা, সত্য বল, সিংহল দূতের এ অভিযোগ সত্য ? সাবধান, বিন্দুমাত্র মিথ্যার আশ্রয় নিযোনা।

গেঙো—সত্যই বলব সম্রাট। আমরা গ্রীক জাতি, জীবনের ভযে কখনও মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত নই।

সমুদ্র—শুধু সেই আশাতেই সামান্য জনপদের নগণ্য অধিপতি তুমি, তোমার সঙ্গে সমগ্র ভারতবিজয়ী চক্রবর্ত্তী সম্রাট এতক্ষণ সমকক্ষ বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করছিল ! নতুবা হস্তে গলে লৌহ শৃঙ্খল পরিয়ে, তোমায় কষাঘাতে জর্জ্জরিত করে এ প্রশ্নের জবাব আদায় করতুম। বল, অভিযোগ সত্য ?

গেঙো—সত্য !

সমুদ্র—কেন একথা বলেছ ?

গেঙো—আমি ঐরূপই শুনেছিলাম—

সমুদ্র—কার কাছে শুনেছ ?

গেঙো—এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না !

সমুদ্র—গ্রীক রাজা গেঙোক্রেরাস্ !

গেঙো—রক্ত চক্ষুতে তাকাচ্ছেন কেন সম্রাট, কিছুতেই বলব না।

সমুদ্র—না রক্ত চক্ষুতে তাকাচ্ছিনা, তোমার পানে বার বার তাকাচ্ছি এই নিমিত্ত যে তোমার ন্যায় বহু বিদেশী, হাঁ·· শক, হুণ, ব্যাকৃটি্রযান্ এবং পার্থিয়ান গ্রীক আমার ক্রীতদাসরূপে আমার পদসেবা করতে অভ্যস্ত। সেই সব ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর সেবা গ্রহণ করতে করতে মাঝে মাঝে আমি তাদের নিকট, কার প্রাণ বধ কবব, কার প্রতি দয়া প্রদর্শন করব···অনেক সময হয়ত আমি সে কথা প্রকাশ করে ফেলেছি। তাই গ্রীক রাজা গেণ্ডোফেরাসেব পানে তাকাচ্ছিলেম, কারণ সিংহলী দূতের প্রতি প্রাণবধেব আজ্ঞা দেব সে সংবাদ ইনি যখন জানেন, তখন ইনি আমার কোনো পূর্ব্বতন ক্রীতদাস কিনা শুধু এই ভেবে।

গেণ্ডো—সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত!

[দুই দিক হইতে রক্ষীদল তাহাকে ধরিল]

সমুদ্র—নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের আস্ফালণে আমি আতঙ্কিত হইনা গ্রীক রাজ; তোমার শত সঙ্গী বর্ত্তমানে আমার বন্দী এবং তাছাড়া আমার সঙ্গে রয়েছে জলে স্থলে অন্যূন চল্লিশ সহস্র সৈনিক! আশা করি গ্রীক রাজাকে আমার রথচক্রে বন্ধন করে চক্রের প্রতি ঘূর্ণনে দেহের অস্থি মাংস নিষ্পেষিত করে প্রশ্নের জবাব আদায় করতে হবে না। এই শেষ সুযোগ, বল রাজা, এ প্রশ্নের জবাব দেবে কিনা—

গেণ্ডো—দেব—

সমুদ্র—বল, কার মুখে শুনেছ যে সিংহলী বৌদ্ধ শ্রমণ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে আমি তাঁর প্রাণ বধ করব?

গেণ্ডো—আপনার ভ্রাতা মহাদণ্ড নায়ক কচগুপ্তের মুখে।

সমুদ্র—কচ? আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কচগুপ্ত?

গেণ্ডো—হাঁ সম্রাট।

সমুদ্র—হুঁ, সিংহলী দূত, আমি সিংহল রাজের প্রার্থনা পূর্ণ করব। নিজে

হিন্দু হলেও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বা অন্য কোন ধর্ম্মের উপাসকদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই। আপনি আমার সঙ্গে পাটলীপুত্র যাত্রা করবেন, সেখান হতেই সিংহল রাজকে আমার অনুমতি পত্র প্রদান করব।

সিংহল দূত—তথাগত মহারাজের কল্যাণ করুন। [প্রস্থান]

সমুদ্র—যাক্! এতক্ষণ গ্রীক রাজার অতিথিদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভে বঞ্চিত রয়েছি। তাঁদের পরিচয় পেলে আনন্দিত হব।

গেণ্ডো—ইনি শক নরপতি রুদ্রসিংহ এবং ইনি হচ্ছেন নেপালের লিচ্ছবী রাজা জয়দেব।

সমুদ্র—নেপালের লিচ্ছবী রাজা! হাঁ এঁর কথা আমি শুনেছি। আমার মাতাও লিচ্ছবী বংশীয়া; শুনেছি, সেই সূত্রে ইনি আমার পিতার দূর সম্পর্কীয় শ্যালক পুত্র। সুতরাং ইনি আমার পরম আত্মীয়। মহারাজ জয়দেব, আমার সঙ্গে পাটলীপুত্রে চলুন।

জয়দেব—পাটলীপুত্রে!

সমুদ্র—অগ্নিমিত্র।

[অগ্নিমিত্রের ইঙ্গিতে জয়দেবের সভীত ভাবে প্রস্থান।]

শক নরপতি রুদ্রসিংহ—

রুদ্র—সম্রাট··· !

সমুদ্র—আপনাকে অধিক কিছু বলবার নেই। শকজাতিকে দমন করে কিছুদিন পূর্ব্বে আমার পিতা শকাব্দ নামে নূতন বৎসর গণনার প্রচলন করেছেন। সে কথা এত শীঘ্র আপনারা বিস্মৃত হলে ভারতে শকজাতির চিরতরে উচ্ছেদ সাধন করতে আমার বিন্দুমাত্র ত্রুটী হবে না। স্মরণ রাখবেন, ঐ লিচ্ছবীরাজ জয়দেবের ন্যায় এই মুহূর্ত্তে আপনাদের রাজ্যও আমি অধিকার করতে পারি। কিন্তু

আপাততঃ তা করব না। শুধু আপনাদের বিশ্বস্ততার সামান্য নিদর্শন নিয়েই আমি এস্থান ত্যাগ করব।

রুদ্র—বলুন সম্রাট, কি নিদর্শন আপনি চান?

সমুদ্র—নিদর্শন! আপনাদের ঐ মুকুটমণি—

রুদ্র—মুকুটমণি ·· ···

সমুদ্র—হাঁ, আমি ও দুটী কাছে রেখে আপনাদের বিশ্বস্ততা স্মরণ করব। আর আপনারাও মাণিক্যহীন মুকুট দেখে সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ রাখবেন, যে আপনাদের মুকুটমণি নিয়েছে, প্রয়োজন হলে সে আপনাদের রাজমুকুট অথবা রাজমুকুটশোভিত মস্তকও গ্রহণ করতে পারে। দিন মুকুটমণি—

[উভয়ে নত জানু হইয়া মণি খুলিয়া দিল ; সমুদ্রগুপ্ত গ্রহণ করিতে গিয়া চমকিয়া উঠিলেন।]

গ্রীকরাজ—

গ্রীকরাজ—গ্রহণ করুন সম্রাট—

সমুদ্র—না না সরিয়ে নিন···সরিয়ে নিন, ও আমি চাই না। আপনার হাতের ও অঙ্গুরীয়টী আমায় দান করুন।

গেণ্ডো—অঙ্গুরীয়!

সমুদ্র—হাঁ হাঁ, ওই হীরক খচিত অঙ্গুরীয়! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এ আপনি কোথায় পেলেন?

গেণ্ডো—আমি নির্ম্মাণ করিয়েছি।

সমুদ্র—না, না অঙ্গুরীয় নয়, অঙ্গুরীয় খচিত এই চন্দ্রাঙ্কিত হীরক খণ্ড! দেখ, দেখ আর্য্যমিত্র, চিনতে পাচ্ছ?

আর্য—চিনেছি সম্রাট।

সমুদ্র—বলুন, কোথায় পেলেন এ হীরক খণ্ড?

গেণ্ডো—আমায় একজন উপহার দিয়েছিলেন।

সমুদ্র—কে ?

গেণ্ডো—মহাদণ্ডনায়ক কচগুপ্ত।

সমুদ্র—কচগুপ্ত ! কচ এ হীরক কোথায় পেল ?

গেণ্ডো—শুনেছি মহাকান্তারের বাঘরাজ, তাঁকে এই হীরকটী প্রেরণ করেন।

সমুদ্র—বাঘরাজ ! বাঘরাজ ! কতদিন আগে বাঘবাজ এ হীবক উপহার দিয়েছিল জানেন ?

গেণ্ডো—অনুমান পনেরো বছর আগে।

সমুদ্র—পনেরো বছব আগে ! হাঁ, ঠিক পনেরো বছর পূর্ণ হয়েছে ! না অগ্নিমিত্র ?

অগ্নি—হাঁ সম্রাট ?

সমুদ্র—আচ্ছা, তোমার অন্তরে এখনও দৃঢ় বিশ্বাস যে সে নেই ? তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতটুকু সংশয়—

অগ্নি—না সম্রাট, সে নির্ম্মম মৃত্যু নিজের চোখে দেখেছি, মিথ্যা আশা পোষণ করব তবে কেমন করে ?

সমুদ্র—সত্য বলেছ, সে নেই। নইলে এই পনের বছর ধরে অগ্নিপুচ্ছ ধুমকেতুর দিক্‌দাহী জ্বালা বুকে নিয়ে ভারতের প্রতি প্রান্তে সন্ধান করলুম। সে পলাতককে তবু আজও ধরতে পারলুম না। সে নেই ! সে চিরতরে পালিয়ে গেছে !

অগ্নি—সম্রাট ! সম্রাট !

সমুদ্র—অ্যাঁ ; ওঃ ! অগ্নিমিত্র, আমি মাঝে মাঝে বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়ি··· না ? কিন্তু আর দুর্ব্বলতা নয়। গ্রীকরাজ, আপনার এই অঙ্গুরীয়টী আপাতত আমার কাছে থাকবে। চল অগ্নিমিত্র, জলে স্থলে সমস্ত বাহিনীকে সচল হতে আদেশ দাও।

অগ্নি—আমাদের এবারকার গন্তব্য স্থান ?

সমুদ্র—মহাকান্তারের সেই বাঘরাজকে—না, আগে বাঘরাজ নয়; সর্ব্ব চক্রান্তের চক্রীরূপে আমারই বৈমাত্র ভ্রাতা কচগুপ্ত পাটলী পুত্রে বসে তাঁর রহস্য চক্র ঘূর্ণিত, কর্চ্ছেন। বাঘরাজের সঙ্গে সাক্ষাত হবে পরে, এবার সমস্ত বাহিনীর লক্ষ্যস্থল রাজধানী পাটলীপুত্র!

[অগ্নিমিত্রের ইঙ্গিতে ভেরী নিনাদকারীদের শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ভেরীধ্বনি। সমুদ্রগুপ্ত নিজের জাহজে উঠিলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাটলীপুত্র; কচের গৃহ।

কচ—মহামাত্য হরিষেণ, আপনার সংবাদ সত্য?

হরিষেণ—সম্পূর্ণ সত্য কুমার, আমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মলয়কেতু সমুদ্রগুপ্তের সৈন্যদলে নিযুক্ত হযে সর্ব্বদা তার আশে পাশে থাকে, গোপনে আমায় সে প্রত্যহ সংবাদ প্রেরণ করে। তারই পত্রে জেনেছি সমুদ্রগুপ্ত কুমার কচগুপ্তের প্রতি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন!

কচ—হুঁ, সিংহল রাজ মেঘবর্ণের দূতকে কৌশলে সিংহলে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলুম। উদ্দেশ্য ছিল মেঘবর্ণকে সমুদ্রগুপ্তের প্রতি বিরূপ করে তুলে তার পর ধীরে ধীরে তাকে স্বপক্ষভূক্ত করা। কিন্তু শুনলুম সে প্রচেষ্টাও আমার ব্যর্থ হয়েছে। সমুদ্রগুপ্ত সিংহল দূতকে সঙ্গে নিয়ে পাটলীপুত্রে ফিরে আসছে।

হরিষেণ—তার চেয়েও ভয়ঙ্কর সংবাদ আছে কুমার। সমুদ্রগুপ্ত গ্রীকরাজার সেই চন্দ্রাঙ্কিত হীরকটী দেখে চিনতে পেরেছেন; হীরকটী তিনি গ্রহণ করেছেন!

কচ—সে কি। কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন!

হরিষেণ—হাঁ, গ্রীকরাজা হীরক প্রাপ্তির ইতিহাস যা জানতেন সমুদ্রগুপ্তের নিকট তা ব্যক্ত করেছেন।

কচ—সর্ব্বনাশ! এই জন্যই কি দিগ্বিজয় অকস্মাৎ অসমাপ্ত রেখে সমুদ্রগুপ্ত রাজধানীতে ফিরে আসছেন?

হরিষেণ—আপনার অনুমান সত্য কুমার!

কচ—পনের বছর, হাঁ পনের বছর পার হয়ে গেল···যে অপরাধ এত যত্নে চাপা দিয়ে রেখেছিলুম দৈবের চক্রান্তে আজ বুঝি তার সব কিছু এক সঙ্গে প্রকাশ হয়ে পড়ল! অথচ বিশ্বাস করুন অমাত্য হরিষণ, এর জন্য দাযী আমি নই, দায়ী ঐ বর্ব্বর বাঘরাজ ·

হরিষেণ—বাঘরাজ!

কচ—সমুদ্রগুপ্তের শিশু পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে আমি অপহরণ করতে চেয়েছিলুম সত্য। ভেবেছিলুম, একই পিতার সন্তান আমি আর সমুদ্রগুপ্ত; গুণে, শৌর্য্যে কোনও অংশে আমি সমুদ্রগুপ্তের চেয়ে হীন নই। অথচ পিতার স্নেহের পক্ষপাতিত্ব সমুদ্রগুপ্তকে দিল একচ্ছত্র ভারতের রাজসিংহাসন, আর আমাকে দিল তারই অধীনস্থ মহাদণ্ডনায়কের পদ! নিজেতো প্রবঞ্চিত হয়েইছি···ভাবীকালে আমার বালক পুত্র রাহুলকেও যাতে এ প্রবঞ্চনা, এ অবমাননা সহ্য করতে না হয়, তাই সমুদ্রগুপ্তের একমাত্র বংশধর চন্দ্রগুপ্তকে পাটলীপুত্র হতে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু জানোয়ারের ন্যায় হিংস্র বর্ব্বর বাঘরাজ সেই শিশুকে পৃথিবী হতে সরিয়ে দিল!

হরিষেণ—সে ইতিহাস আমি জানি কুমার। শিশু চন্দ্রগুপ্তকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করে বাঘরাজ তারই স্বর্ণ বলয় নিবদ্ধ চন্দ্রাঙ্কিত হীরক আপনাকে উপহার পাঠিয়েছিল। সেই হীরক গ্রহণ করতে আপনি সাহস পাননি, আপনার হাত কেঁপেছিল!

কচ—কিন্তু কে বিশ্বাস করাবে আজ সমুদ্রগুপ্তকে এই সত্য কাহিনী! হীরকখণ্ড যখন তার হাতে এসে পড়েছে তখন হযতো তার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে তার শিশুপুত্র চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করেছি আমি! তাই পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে ধেযে আসছে পাটলীপুত্রের দিকে।

হরিষেণ—সেজন্য চিন্তা করে লাভ নেই কুমাব। যে তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা আর ফিরবে না। এখন এই উপস্থিত বিপদের মধ্যে আমাদের সাহসে ভব করে দাঁড়াতে হবে। যেমন করে হোক পাটলীপুত্রের সিংহাসন অধিকার করতে হবে।

কচ—ওকি! অকস্মাৎ নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি কেন?

হরিষেণ—আমি দেখছি। বার্তাহক।

[বার্তাহকের প্রবেশ]

সংবাদ!

বার্তাহক—সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত নগরে প্রবেশ কর্চ্ছেন, তাই তাঁর অভ্যর্থনার জন্য ঐ উৎসব!

হরিষেণ—হুঁ, আজই প্রভাতে তুমি বলছিলে না যে সম্রাট কীর্ত্তিশেঠের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন?

বার্তাহক—হ্যাঁ মহামাত্য, তিনি তোরণ নির্ম্মাতার ভূযসী প্রশংসা করেছেন। এবং কীর্ত্তিশেঠকে পুরস্কৃত করবার জন্য নগর দ্বারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

হরিষেণ—কীর্ত্তিশেঠকে নগর দ্বারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন! তার অর্থ? আচ্ছা, তুমি যাও, পরবর্ত্তী সংবাদ প্রদানে প্রস্তুত থাকগে।

[বার্তাহকের প্রস্থান]

কচ—মহামাত্য?

হরিষেণ—কীর্ত্তিশেঠ আমার একান্ত বিশ্বস্ত। সে নগর দ্বারে স্বর্ণ-

রৌপ্য খচিত এক বিরাট তোরণ নির্ম্মাণ করেছে। সেই তোরণ পথে যখন সমুদ্রগুপ্ত হস্তী পৃষ্ঠে নগরে প্রবেশ করতে আসবে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কৃত্রিম তোরণ সশব্দে ভেঙ্গে পড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রগুপ্ত···

[মলয় কেতুর প্রবেশ]

মলয়—না মহামাত্য · সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত নয়, তোরণ ভগ্ন হয়ে তার চাপে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে সম্রাটের মৃন্ময় মূর্ত্তি।

হরিষেণ—মৃন্ময় মূর্ত্তি! মলয় কেতু?

মলয়—কীর্ত্তি শেঠ উপযাচক হয়ে স্বর্ণ রৌপ্য খচিত এত মহার্ঘ্য তোরণ তৈরী করাচ্ছে · বোধ হয় এতেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্রাটের মনে সন্দেহ হয়। তিনি সবার অলক্ষ্যে নিজের একটা অপরূপ মৃন্ময় মূর্ত্তি তৈয়ারী করিয়ে রাজ হস্তী পৃষ্ঠে সেই মূর্ত্তি স্থাপন করেন। মৃন্ময় মূর্ত্তির শিরে রাজমুকুট, রাজছত্র শোভা পেল, সম্রাট নিজে রইলেন ছদ্মবেশে রাজহস্তীর পশ্চাতে সামান্য অশ্ব পৃষ্ঠে। সম্রাটের এ কৌশল আমরা তাঁর পার্শ্বচর, আমরা পর্য্যন্ত বুঝতে পারিনি। তাই মৃন্ময় মূর্ত্তিকে স্বয়ং হস্তী-আরূঢ় সম্রাট মনে করে আপনার গুপ্তচরেরা যথা সময়ে তোরণ ভেঙ্গে ফেলল। মূর্ত্তি চূর্ণ হল, সম্রাট রইলেন অক্ষত!

হরিষেণ—হ্যাঁ, চতুর বটে এই সমুদ্রগুপ্ত।

কচ—কিন্তু কীর্ত্তি শেঠকে এবার আয়ত্বে পেয়েছে, প্রাণের ভয়ে যদি সমস্ত ষড়যন্ত্র সে সমুদ্রগুপ্তের কাছে প্রকাশ করে দেয়?

মলয়—সে ভয় নেই কুমার। আমি সেই মুহূর্ত্তে গুপ্তঘাতকের দ্বারা কীর্ত্তি শেঠকে নিহত করেছি। মৃত্যুকালে তার মুখ হতে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ব্যতীত একটা শব্দও কেউ শুনতে পায়নি!

হরিষেণ—ধন্য মলয়কেতু! তুমি আমাদের এক মহাবিপদের হাত হতে রক্ষা করেছ!

মলয়—কিন্তু বিপদ এখনও আমরা পার হইনি মহামাত্য। তোরণ ভগ্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাট আদেশ দিয়েছেন নগরের প্রত্যেক ফটক বন্ধ করে দিতে। পাটলীপুত্র হতে একটী প্রাণীও যাতে আজ রাত্রে বাইরে যেতে না পারে এই সম্রাটের কঠিন আদেশ। আপনাদের এই সংবাদ দিতেই আমি তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছি। আপনারা যান, এখনও আদেশ নগরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়নি, এই অবকাশে শীঘ্র পাটলীপুত্র ছেড়ে পালান !

কচ—পালাব; এত শীঘ্র, সে কি করে সম্ভব ?

মলয়—চিন্তা নেই কুমার, বলেছি তো, নগরের সর্ব্বত্র এখনো আদেশ প্রচারিত হয়নি ·· তাছাড়া আমার দুটী বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বারদেশে সুশিক্ষিত অশ্ব নিয়ে প্রতীক্ষা কচ্ছে। তারা আপনাদের নিরাপদে নগরের বাইরে রেখে আসবে !

কচ—কিন্তু আমার স্ত্রী, আমার পুত্র !

মলয়—তাঁরা আপাততঃ এখানেই থাকুন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গেলে পথে ধরা পড়বার বিশেষ সম্ভাবনা! তাঁদের নিরাপত্তার ভার আমার।

কচ—কিন্তু তবু তাদের সঙ্গে একটীবার সাক্ষাৎ করে···

মলয়—সে হয় না কুমার—আর কালক্ষেপ নয়। অই অশ্ব ক্ষুর ধ্বনি শুনছি। হয়তো সম্রাটের সেনানীরা আপনাদের সন্ধানে এদিকে আসছে! যান আর বিলম্ব করবেন না—আমি তরবারি গ্রহণ করে ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ কর্চ্ছি, আপনার স্ত্রী পুত্রকে আমি আমার মাতা ও পুত্রের ন্যায় রক্ষা করব। ঐ বুঝি তারা এসেছে, আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলুম, তাই দরজায় আঘাত কচ্ছ।

[ছুটিয়া রাহুলের প্রবেশ]

রাহুল—বাবা, ও কিসের আওয়াজ? আমার ভয় কচ্ছে বাবা।

কচ—(বুকে তুলিয়া) রাহুল···বাবা আমার···

মলয়—দরজা এখনি ভেঙ্গে পড়বে। আর কাউকে রক্ষা করতে পারব না। কুমার, আপনার পদতলে পড়ে মিনতি কর্চ্ছি, রাহুলকে রেখে আপনি এখনো পালান !

কচ—সর্ব্বস্ব তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলুম মলয়কেতু, আজ হতে রাহুল আমার নয়, তোমার।

[প্রস্থান]

রাহুল—বাবা, বাবা !

মলয়—চুপ, কথা নয় কুমার। ওই ওরা এসে গেছে ! যাও মায়ের কাছে যাও···

(রাহুলের প্রস্থান। সেনানীদের কোলাহল)

ভাঙ্গো ভাঙ্গো, দরজা ভাঙ্গো···রাজদ্রোহীকে বন্দী কর···বন্দী কর।

(সশস্ত্র সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক—বন্দী কর ··বন্দী কর ! একি ! সেনাপতি মলয়কেতু ?

(সকলের অভিবাদন)

মলয়—হ্যাঁ আমি, যাও সৈনিকগণ, তোমরা বিদায় হও। অপরাধীদের সর্ব্বাগ্রে বন্দী করবার গৌরব গ্রহণ করব আমি,সেনাপতি মলয়কেতু।

(সৈনিকদের প্রস্থান)

রাহুল ! রাহুল !··· ··　　　　(রাহুলের প্রবেশ)

আয় বাবা, এইবার পালিয়ে আয়। (বুকে তুলিয়া লইয়া) ভগবান তোকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন···রক্ষা করবার পথও দেখিয়ে দেবেন তিনিই।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

মহানদী তীরস্থ বনভূমি

কাঞ্চন একাকী গাহিতেছিল

কাঞ্চনের গান

আধো আলো আধো ছায়া
কিছু পাই কিছু মায়া
এই ভালো এই ভালো।
বাঁকা নদী আর রাকা চাঁদ
কাছে থাকা কিছু নয়,
দূর হতে দেখা পিয়াল ছায়ায়
সুন্দর পরিচয়।
ঘুম-ভাঙা চাঁদ ঘুমন্তি নদীর
স্বপন দোলায় দোলো॥

(গানের শেষে বিক্রমের প্রবেশ।)

বিক্রম—কাঞ্চন মাসী, ও কাঞ্চন মাসী!

কাঞ্চন—একি, বিক্রম! কখন এলেরে?

বিক্রম—এই একটু আগে, শুধু কি আমি একা! বাবা এসেছে, মা এসেছে, আরো লোকজন এসেছে।

কাঞ্চন—কেনরে, বলা নেই কওয়া নেই, এত লোকজন নিয়ে স্বয়ং রাজা হঠাৎ আমাদের মুল্লুকে?

বিক্রম—হুঁ·· হুঁ· কেন বলতো?

কাঞ্চন—কেন? বলো?

[illegible]

কাঞ্চন—আমার এই ছোট্ট বিক্রমের জন্য একটি রাঙা টুকটুকে বউ ঠিক হযেছে। বউ বরণ করবার জন্ত তাই তার কাঞ্চন মাসীকে সবাই নিতে এসেছে।

বিক্রম—আহা কী বুদ্ধি! আইবুড়ো মাসির বিয়ে হবার আগে বুঝি বোনপোর বিয়ে হয ? বিয়ের সানাই বেজেছে কাঞ্চন মাসি,—তবে সে আমার নয়, তোমার।

কাঞ্চন—আমার! বিয়ে! [হাসিল]

বিক্রম—হাসছ যে, আমি বুঝি মিছে কথা বলছি? তোমার দাদা মন্ত্ররাজ তোমায় লুকিয়ে সব ঠিক করে ফেলেছে, তাই বাবা আর মাকে খবর দিয়ে আনিয়েছে।

কাঞ্চন—সত্যি! কিন্তু বিয়ে হবে কার সঙ্গে শুনি!

বিক্রম—সে আমি ঠিক জানিনা··তবে শুনেছি কোথাকার এক মস্ত রাজা।

কাঞ্চন—রাজা!

বিক্রম—হুঁ, হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, লোক লস্কর, রাজপুরী গম্ গম্ কর্চ্ছে! হীরের গাছে মুক্তোর ফল, তাতে বসে মাণিক-কণ্ঠী-ময়ুর চুণী পান্নার পেখম মেলেছে। সে বিরাট ব্যাপার মাসী, রাজারাজড়ার বিরাট ব্যাপার।

কাঞ্চন—তুই চুপ কর বিক্রম, তুই চুপ কর!

বিক্রম—কেন চুপ করব কেন? এত বড় রাজার সঙ্গে বিয়ে হবে!

কাঞ্চন—আঃ! ও কথা বার বার শুনতে আমার ভাল লাগেনা।

বিক্রম—হুঁ, তা ভাল লাগবে কেন? মনে ভাবলুম, জংলী রাজার ব্যাটা আমি, সিমসেদ্ধ আর ভুট্টা পুড়িয়ে খাই, মাসীকে সাজাবার সাধ হলে বড় জোর এনে দিই দুটো ময়ুর বা মাছরাঙার পালক; এবার মাসী

মোটা রূপোর হাঁসলী, কাণে চাকার মত গোল খাঁটি সোণার ঝুমকো দেখব···তাকি বরাতে সয় ? নাও, এবার বুঝেছি, আমার বরাতে ঐ কাঁচকলা সেদ্ধ আর তোমার বরাতে ঐ ঝুমকো ফুলের দুলই দুলছে।

কাঞ্চন—বিক্রম, শোন, রাগ করিসনে। তাকে তো সব বলেছি। তবে মাসির ওপর রাগ কচ্ছিস কেন ?

বিক্রম—সব কথা বলেছ ! কি ?

কাঞ্চন—বিক্রম !

বিক্রম—ওঃ, এইবার বুঝেছি, সেই উদয়ন, না······

কাঞ্চন—হ্যাঁ,—.

বিক্রম—তাকে ছাড়া তুমি আর কাউকে বিয়ে করবেনা ?

কাঞ্চন—না—

বিক্রম—তার কথা আমি তোমার মুখেই শুনেছি মাসী, কিন্তু কখ্খনো দেখিনি—

কাঞ্চন—দেখবি কি করে ? আমিই তো শুধু একবারটী দেখেছি—

বিক্রম—একবার ?

কাঞ্চন—হ্যাঁ—সেদিন জ্যোৎস্নারাতে মহানদীতে পা ধুতে এসেছিলুম—ওই যে যেখানটায় নদীর ধারে কেওয়া ফুলের ঝোঁপ নুয়ে পড়েছে, ওখানে জলে ফুটেছিল এক রক্ত পদ্ম। রক্ত পদ্ম তুলতে জলে নামলুম, ফুলটী হাত বাড়িয়ে প্রায় নাগালে পেয়েছি, এমন সময় দেখি এক কাল কেউটে সাপ কেওয়া ফুলের ঝোঁপের ভেতর থেকে ফুঁসিয়ে উঠেছে !

বিক্রম—বাবা ! তার পর ?

কাঞ্চন—আমি তো ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাই, হঠাৎ পেছন থেকে [illegible]

বিক্রম—সে বুঝি তীর ধনুক দিয়ে সাপটাকে মেরে ফেলল ?

কাঞ্চন—নারে তীর ধনুক নয়—তার হাতে ছিল এই টুকু এক বাঁশের বাঁশী—

বিক্রম—বাঁশী !

কাঞ্চন—সে বাঁশী বাজাল, কি মিষ্টি সুর, আজও সে সুর আমার কাণে লেগে রয়েছে। বাঁশী শুনে সাপটা হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়ালো···তার পর আস্তে আস্তে ফণা নামিয়ে কখন যে কেওয়া বনের ভেতর মিলিয়ে গেল বলতে পারি না। আমার চোখের সামনে তখনও সেই বাঁশুরীয়ার জ্যোৎস্নাধোয়া মূর্ত্তি···কানে বাজছে শুধু মরমী বাঁশীর গুঞ্জন।

বিক্রম –সে···সেই বুঝি উদয়ন !

কাঞ্চন—হ্যাঁ, কোথাকার কে এক রাজা লড়াই করতে যাচ্ছিল আমাদের গাঁয়ের পাশ দিয়ে, মহানদীর ও ধারের ওই চরে পড়েছিল তার ছাউনী। উদয়ন বললে—সে চীনদেশী, ঐ রাজার সঙ্গে এসেছে রাজাকে বাঁশী শোনাতে। আবার দেখা হবে বলেছিল, আবার বাঁশী বাজিয়ে শোনাবে বলেছিল···কিন্তু আর দেখা হয়নি। পর দিন নিশুতি রাত্রেই রাজার লোকেরা ছাউনি তুলে চলে গেল কোন দূর দেশে কে জানে

বিক্রম—কাঞ্চন মাসী—

কাঞ্চন—আচ্ছা বলতো বিক্রম, তুই যে মস্ত বড় রাজার কথা বলছিলি, তার সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তুই খুসী হস···না উদয়নের সঙ্গে হলে ?

বিক্রম—ঐরে বাবা, মা এই দিকে আসছে। ওরা গোপনে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা কর্চ্ছিল, আমি সব ফাঁস করে দিয়েছি শুনলে আমায় বকবে। বাবার যা রাগ, হয়তো একঘা বসিয়ে দেবে। আমি পালাই।

কাঞ্চন—বললিনে ? বলে যা কাকে ভালোবাসিস···রাজাকে না উদয়নকে ?

বিক্রম—তবেই মুস্কিলে ফেললে ! রাজার বাড়ীর হীরে মণি আর উদয়নের বাঁশী ! শোন কাঞ্চন মাসি, উদয়ন যদি রাজা হয় · তাহলেই সবচেয়ে ভাল হয় ।

[প্রস্থান । বাঘরাজ, মন্ত্রবাজ ও পদ্মাবতীর প্রবেশ]

বাঘরাজ—বাঘরাজের রক্ত চাই·· রাজ্যময় ঘোষণা করেছে · বাঘরাজের রক্ত চাই·· হাঃ হাঃ হাঃ···স্পর্দ্ধা বটে এই সমুদ্রগুপ্তের । আচ্ছা, আমিও তাকে দেখিয়ে দেব মানুষ বাঘের রক্ত খায় · না বাঘ মানুষের বুকের তাজা রক্ত পান করে ।

মন্ত্ররাজ—রাজা, ঐ তো কাঞ্চন দাঁড়িয়ে আছে ! ওকে বল ।

বাঘরাজ—কাঞ্চন, শোন্···রাজা সমুদ্রগুপ্ত, বুঝেছিস্ আমার এই মহাকান্তার আর ছোট খাটো দুচারটে রাজ্য বাদে সারা ভারতবর্ষের যে সম্রাট হয়েছে·· সেই সমুদ্রগুপ্ত তোকে নেবার জন্য লোক পাঠিয়েছে । তোকে নাকি পাটরাণী করবে । হাঃ হাঃ হাঃ

কাঞ্চন—বাঘরাজ—

বাঘরাজ—হাঁরে মন্ত্ররাজ, কখন কোথায় সে ওকে দেখেছে ? দেখে ওর রূপের আগুনে এমন মজলো যে বুনো পাহাড়ী মেয়েকে করতে চায় তার পাটরাণী ?

মন্ত্র—তোমায় তো বলেছি রাজা, সেবার সমুদ্রগুপ্ত আমাদের এই মহানদীর তীর দিয়েই দিক বিজয় করতে গিয়েছিল । হয়ত তখন দেখেছে ।

কাঞ্চন—মিছে কথা । কে সমুদ্রগুপ্ত ! আমি তাকে চিনি না—কখখনো দেখিনি !

মন্ত্র—মিছে কথা বলিসনি কাঞ্চন, এই নদীর ঘাটে কার সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল তবে ?

কাঞ্চন—সে উদযন ! বাঁশী বাজাচ্ছিল !

বাঘ—বাঁশী বাজায় ! ওঃ তবে সে কোন গয়লার ছেলে নয়তো সাপুড়ে। রাজার হাতে থাকবে তীর ধনুক বল্লম, তা নয় বাঁশী ! মন্ত্ররাজ, তুই একটা আকাট, কাকে সমুদ্রগুপ্ত মনে করেছিলি ?

মন্ত্ররাজ—রাজা ...

বাঘ—সে যাক, শোন কাঞ্চন, ঐ সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে তোকে আমরা বিয়ে দেব।

কাঞ্চন—না, সে হবে না।

বাঘ—কেনরে ! এত বড় রাজ্য ! দেশজোড়া এমন নাম—

কাঞ্চন—না তবু নয়, কিছুতেই নয়....

বাঘ—কেনরে ? ওঃ বুঝিছি, সেই বাঁশীওয়ালাই বুঝি সব গোলমাল করে দিয়েছে ?

মন্ত্ররাজ—হাঁ রাজা, ঠিক ঠাউরেছ, ও প্রায়ই তার নাম করে। বলে—

কাঞ্চন—দাদা—

বাঘ—হাঃ হাঃ হাঃ। বেশ বেশ ! শোন কাঞ্চন, কথা দিচ্ছি, যেখান থেকে হোক সেই বাঁশীওয়ালাকে ধরে এনে তার সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব। কিন্তু তার আগে তোকে সমুদ্রগুপ্তের রাজধানীতে যেতে হবে।

কাঞ্চন—কেন ?

বাঘ—তার পাটরাণী হবি এই লোক দেখিয়ে তার অন্তঃপুরে ঢুকবি, তার পর এক সময় সুযোগ বুঝে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিবি।

মন্ত্ররাজ ও কাঞ্চন—বাঘরাজ !!!

বাঘ—হাঁ, হাঁ, বুনো পাহাড়ী জাত আমরা, যে বাঘের রক্ত চায়...বাঘিনী

দিয়ে আমরা তার রক্ত পান করাই। নে এই ছুরী, চলে যা রাজার বাড়ীতে……

কাঞ্চন—না, সে আমি পারব না। কখনো না।

বাঘ—কি পারবিনে, বাঘরাজের হুকুম মানবিনে ?

পদ্মা—না মানবেনা। এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে তোমার কথা শুনছিলাম —কিন্তু আর স্থির থাকতে পারলাম না। আয় কাঞ্চন, তোকে রাজবাড়ীতে যেতে হবে না। চলে আয় আমার সঙ্গে।

বাঘ—রাণী, রাণী পদ্মাবতী!

পদ্মা—না, ও যাবে না। আমার সন্তান আজ বেঁচে থাকলে ওরই মত হত, ও দূর সম্পর্কে আমার বোন্ হলেও মনে মনে ওকে আমার সন্তানের মতই স্নেহ করি। আমার গর্ভের সন্তানকে হারিয়েছি, ওকেও তুমি—

কাঞ্চন—তোমার সন্তান!—

পদ্মা—হাঁ পুত্র সন্তান…কিন্তু…সেছিল তোরই সমবয়সী—

কাঞ্চন—তবে বিক্রম…

পদ্মা—বিক্রম আমার……

বাঘ—রাণী…রাণী…

পদ্মা—বিক্রম আমার দ্বিতীয় সন্তান। (বাঘরাজকে) তোমার, তোমার পায়ে পড়ছি, কাঞ্চনকে তুমি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিও না।

বাঘ—নিশ্চিত মৃত্যু! ওঃ তুমি ভয় কচ্ছ—কাঞ্চন রাজাকে হত্যা করলেই সেই মুহূর্ত্তে রাজপুরীর সবাই মিলে কাঞ্চনকেও বধ করবে ? বাঘরাজকে তুমি জান না রাণী রাজপুরীর সমস্ত দরজা যদি বন্ধ করে রাখে তবে মাটী খুঁড়ে গিয়ে সেই মুহূর্ত্তে আমি রাজপুরীতে উপস্থিত হব। কাঞ্চনকে সেখান হতে নিরাপদে নিয়ে আসব। আর যদি তা অসম্ভব হয়, তবে জহরের কৌটো সঙ্গে থাকবে।

দেশের জন্য, জাতির জন্য, তার রাজার সম্মান বাঁচাবার জন্য, শত্রুকে স্বহস্তে বধ করে কাঞ্চন এই অভয় পান করবে। কেমন, যাবি তো কাঞ্চন ?

কাঞ্চন—না আমি যাব না, যে কোনো প্রলোভনেই হোক না কেন··· আমি কাউকে হত্যা করতে পারবনা।

বাঘ—পারবিনে !

পদ্মা—কেন, ওকে বার বার তিরস্কার কর্চ্ছ ? কিসের জন্য এ হত্যার আয়োজন ? সমুদ্রগুপ্ত তোমার রক্ত চায় ? প্রযোজন হয় তুমি তার সঙ্গে যুদ্ধ কর, যুদ্ধ করে তার বুকের রক্তে তোমার তলোযার রাঙিয়ে নাও। এ জন্য কাঞ্চনকে কেন ?

বাঘ—কৌশলে যেখানে কার্য্য উদ্ধারের সুযোগ এসেছে সেখানে সম্মুখ যুদ্ধ করা মূর্খতা। শোনো রাণী, শুধু রক্ত নয়···আমি চাই সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য · ···

পদ্মা—যদি সাম্রাজ্য লাভের ইচ্ছা হয় · তবে কাঞ্চনকে পাঠাচ্ছ কেন ? পাঠাও আমার পুত্র বিক্রমকে, বিক্রম সেখানে গিয়ে সমুদ্রগুপ্তের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াক, রাজত্ব সে বিনা প্রতিবাদে বিক্রমের হাতে ·····

বাঘ—স্তব্ধ হও, স্তব্ধ হও রাণী, আর একটা কথা বল্লে—তোমার জিভ আমি উপড়ে টেনে নিয়ে আসবো ·····

কাঞ্চন—বাঘরাজ···বাঘরাজ, এ সব কি বাঘরাজ !

বাঘরাজ—কিছুনা, শোনো কাঞ্চন, যদি সমুদ্রগুপ্তকে হত্যা করতে পারো, যেখানে থাক তোমার সেই উদয়ন, আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, তাকে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেব। আর যদি না পার সমুদ্রগুপ্তকে হত্যা করতে, তাহলে তোমার ভাই ওই মল্লরাজ মরবে··· তোমার ভ্রাতৃ-বধূকে মারব—তোমার ভাইএর সদ্যোজাত শিশু—

সন্তানকে পাথরে আছড়ে মারব। সারা মহাকান্তারের রাজা আমি ·· আমার অধীনস্থ এই একখানি গ্রাম আমি উপড়ে তুলে নিয়ে ওই রাক্ষসী মহানদীকে উপহার দেব।

কাঞ্চন—রাজা! রাজা···

বাঘ—বল, পারবে কি না···

কাঞ্চন—হাঁ পারব,—দাও তোমার ছুরী, দাও তোমার জহর!

বাঘ—হাঃ, হাঃ হাঃ এই নে কাঞ্চন, এই তো চাই, এই তো কালসাপিনীর মত পাহাড়ী মেয়ের কথা। যাও রাণী, ও পাটরাণী হতে যাচ্ছে, ওকে সাজিয়ে দাও, ভালকরে সাজিয়ে দাও।

[কাঞ্চন ও পদ্মার প্রস্থান]

বাঘরাজ—মন্ত্ররাজ·· মন্ত্ররাজ···

মন্ত্ররাজ—হুকুম কর রাজা···

বাঘ—তুই আমার ভাগ্যবান প্রজা, সম্পর্কে আমার ভাগ্যবান শ্যালক, সমুদ্রগুপ্তের রক্ত দিয়ে তোর বোনের বিয়ের আলপনা আঁকা হবে। নিয়ে আয় এবার রক্ত রাঙা মহুয়া···সুরু কর এবার পাহাড়ী মেয়ের মরণ নাচ···মরণ নাচ।

[পাহাড়ী মেয়ের কালিকা তাণ্ডব নৃত্য]

চতুর্থ দৃশ্য

পাটলীপুত্রে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রাসাদ অভ্যন্তর।
রাত্রিকাল। রাজনটী বসন্তসেনা ও মঞ্জুশ্রীর প্রবেশ।

বসন্তসেনা—সম্রাট কোথায় মঞ্জুশ্রী?

মঞ্জুশ্রী—ওই কক্ষে।

বসন্তসেনা—এখনো নামেন নি?

মঞ্জুশ্রী—না, পণ্ডিত কৌশিকী বললেন—সম্রাট কাব্য রচনা কচ্ছেন।

বসন্ত—কাব্য রচনা! হুঁ, আজ ত তাঁর সুললিত কাব্য রচনারই শুভলগ্ন।

মঞ্জুশ্রী—শুধু আজ নয় দেবী, পণ্ডিত কৌশিকীর মুখে শুনেছি—প্রত্যহ এই সময়টিতে সম্রাট কাব্য রচনায় নিমগ্ন থাকেন।

বসন্ত—সত্যি নাকি? তাহলেও আজ একটু ইতর বিশেষ আছে বৈকি? (উপরের ঘরে বীণা বাজিল) ওইযে, বীণাধ্বনি হচ্ছে না? এবার তাহলে কাব্য লোক হতে সুরলোকে উপস্থিত হলেন। তাই নয়?

মঞ্জুশ্রী—হাঁ, সম্রাটই বীণাযন্ত্রে আলাপন কচ্ছেন। সত্যি দেবী, কি চমৎকার ওই বীণার ঝঙ্কার। ওঁর বাঁশী, ওঁর বীণা—কোনটি যে বেশী মধুর—ভেবে ঠিক করে উঠতে পারি না। তবে মনে হয় বীণাযন্ত্রকেই উনি বুঝি বেশী ভাল বাসেন। তাই ওঁর বীণাবাদন রত মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়েছেন স্বর্ণমুদ্রার ওপরে।

বসন্ত—ওসব কথা থাক মঞ্জুশ্রী, সম্রাটের এ বীণাধ্বনি আজ আমার একটুও ভাল লাগছে না। না মোটেই সহ্য হচ্ছে না!

মঞ্জুশ্রী—কেন দেবী?

বসন্ত—কেন? শুধু কানে শোনা নয়, যদি আমার মত অন্তর দিয়ে শুনতে পেতে, তাহলে বুঝতে পারতে মঞ্জুশ্রী, আজ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বীণা তন্ত্রীতে সুরের পূজা হচ্ছেনা, ওখানে জাগছে শুধু একটী বিশেষ নারীর স্তবগান!

মঞ্জুশ্রী—দেবী!

বসন্ত—কিন্তু ভাবছি, যাঁর আগমনী গান বেজে উঠেছে স্বপ্নাতুর সম্রাটের বীণার তারে সেই বিশেষ বা সবিশেষ নারী রত্নটি এখনো তো এসে পৌঁছুলেন না!

মঞ্জুশ্রী—আপনি কার কথা বলছেন?

বসন্ত—কেন, যিনি তোমাদের মহাদেবী হবেন, তোমাদের ভাবী অধিশ্বরী হয়ে পাটলীপুত্রের রাজধানীতে সগৌরবে পদার্পন কচ্ছেন !

মঞ্জুশ্রী—ও বুঝেছি। মহাদেবী এখনি আসবেন। তাঁকে সম্রাটের কাছে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার ভার আমারই ওপর ন্যস্ত হয়েছে। এই একটু আগেই আমাদের মহাদেবীর রথ নগরে এসে পৌছেছে—আপনি সে খবর শোনেন নি ?

বসন্ত—হুঁ, শুনেছি বৈকি। তোমাদের মহাদেবীকে নিয়েই তো আজ সারা পাটলীপুত্র চঞ্চল। শিশুপুত্র কুমার চন্দ্রগুপ্তকে হারিয়ে পুত্রশোক সইতে না পেরে পট্ট মহাদেবী দত্তাদেবী ইহলোক ত্যাগ করলেন, সেই হতে এই পনের বছর পট্ট মহাদেবীর আসন শূন্য ছিল। আজ সেই আসনে সগৌরবে বসতে এসেছেন কোন সে সম্রাট বিজয়িনী ভাগ্যবতী···তাঁকে একবার ভাল করে দেখতে এলুম এই রাজ প্রাসাদে ! (নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি) একি ! শঙ্খধ্বনি !

[পত্রলেখার প্রবেশ]

পত্রলেখা—মহাদেবী প্রাসাদে এসেছেন !

মঞ্জুশ্রী—এসেছেন ! যাও পত্রলেখা, বহু সম্মানে তাঁকে এখানে নিয়ে এস। আমি মহাদেবীকে এখান হতে পৌছে দেব সম্রাট সমীপে।

[পত্রলেখার প্রস্থান]

বসন্ত—শাঁক যত জোরে বাজাচ্চে, বীণার ঝঙ্কার উঠচে তত জোরে। ওদিকে শঙ্খ, এদিকে বীণা ! সারা প্রাসাদে অভ্যর্থনার জোয়ার জেগেছে !

(নেপথ্যে নারীকণ্ঠে)—জয়তী মহাদেবী ! জয়তী মহাদেবী ! জয়তী মহাদেবী !

[কাঞ্চন, পত্রলেখা ও গোপার প্রবেশ]

কাঞ্চন—এই রাজার বাড়ী ! এত সুন্দর ! হীরেমুক্তোর ঝালর ঝুলছে···

আলোয় আলোয় চারিদিক যেন ঝলমল কচ্ছে। এ স্বপ্নপুরী… রূপকথার রাজপুরী। তোমরা আমায় এখানে আনলে কেন ?

মঞ্জুশ্রী—মহাদেবী, এইতো আপনার গৃহ। আপনি এখানেই থাকবেন !

কাঞ্চন—এ বাড়ী আমার ? এই রূপকথার রাজপুরীতে আমি থাকব ? সত্যি বলছ ? আঃ ভাবতেও আমার কী যে আনন্দ…না…না… একি বলছি এ যাদুপুরী, এ মায়ার রাজ্য…এখানে এসে আমি আমার সঙ্কল্প ভুলে যাচ্ছি ! আমি চাইনা…চাইনা এ হীরা মুক্তোর …(বসন্ত সেনাকে দেখিয়া) কী সুন্দর ! বাঃ কি চমৎকার সেজেছ তুমি ! যেন সমুদ্দুরের ভেতর থেকে শঙ্খমণির মুকুট পরে বরুণ রাজার কন্যা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। তুমি কে ভাই ?

বসন্ত—হুঁ ! আমি ! আমি রাজনটী··

কাঞ্চন—রাজনটী · সে কি ভাই ·

বসন্ত—ওঃ ! জানো না ? নাচ দেখেছ ! (নাচের ভঙ্গী দেখাইয়া) এই যে ? আমি ওই !

কাঞ্চন—তুমি কি বললে ? (নাচের অনুকরণ করিয়া) এই রকম, না ? ভারী চমৎকার তো ? আবার দেখাও ! আবার ওই রকমটি দেখাও তো ?

বসন্ত—বটে, এখন হতেই তবে কি মহাদেবীর আদেশ সুরু হল ?

কাঞ্চন—কী বলছ !

বসন্ত—কিছু না, তোমাকে একবার ভাল করে দেখছি শুধু !

কাঞ্চন—আমায় দেখছো ? কেন ?

বসন্ত—দেখব না। এমন অপূর্ব্ব সাজসজ্জা, আহা, চুল বাঁধারই কি ধাঁচ ! সাড়ীটি পরেছ কি চমৎকার ভঙ্গীতে !

কাঞ্চন—না, না, ও বলে আমায় লজ্জা দিও না ভাই। আমি একটুও

সাজতে জানি না। তুমি আমায় তোমার মত করে সাজিয়ে দেবে ভাই!

বসন্ত—ওঃ, এটা বুঝি মহাদেবীর দ্বিতীয় আদেশ!

কাঞ্চন—বারবার মহাদেবী বলছ কেন ভাই? আমি কাঞ্চন, আমার নাম ধরে ডাকো…চিরজীবন বনের ভেতর থেকেছি—বনের ভেতর মানুষ হয়েছি, ওসব দেবীটেবী আমার ভাল লাগে না।

বসন্ত—বনের ভেতর থাকতে? বন থেকে বেরুল টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে! বনে মানুষ হয়েছে? তা একটা বন মানুষকে সঙ্গী করলেই পারতে? রাজপুরীর দিকে শুভদৃষ্টি কেন?

কাঞ্চন—আমিতো আসতে চাইনি এখানে। এরাই জোর করে নিয়ে এলযে।

বসন্ত—ওঃ, সত্যি নাকি!

কাঞ্চন—সত্যি বলছি, আমায় বিশ্বাস করো ভাই। না, না, আমার ওপর রাগ করে মুখ ফিরিওনা, আমার পানে তাকাও ভাই!

(মুখ ধরিয়া ফিরাইল, বসন্তসেনা জোর করিয়া হাত ছাড়িয়া দিল)

বসন্ত—উঃ ধূলো মাখা কদর্য্য হাত আমার মুখে ছোঁযাল! মুখ হতে লোধ্ররেণু, অলকা লেখা সব মুছে গেল! বনের ভেতর থেকে এসেছে সে আর কতটুকু সভ্যতা জানবে! ভাই ঠিক জানোয়ারের মত আচরণ—

(এই সময়ে উপরের বারান্দায় সমুদ্রগুপ্ত আসিয়া দাঁড়াইলেন)

সমুদ্র—রাজনটী বসন্তসেনা! (সকলে চমকিয়া ফিরিল)

কাঞ্চন—একি! উদয়ন! তুমি এখানে!

(ছুটিয়া উপরে উঠিতেছিল)

সমুদ্র—একটু দাঁড়াও কাঞ্চন! বসন্তসেনা, কি বলছিলে তুমি…

বসন্ত—আমি নই, ওই কাঞ্চন বলছিল—

সমুদ্র—বলছিল নয়—বল বলছিলেন,—কাঞ্চন নয়—বল পট্ট মহাদেবী! স্পর্দ্ধা নটীর যে সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে এতক্ষণ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সম্রাজ্ঞীকে অভিবাদন করবার ভব্যতাটুকুও বিস্মৃত হয়েছে। অভিবাদন কর—অভিবাদন করো সম্রাজ্ঞীকে।

(বসন্ত সেনাব অভিবাদন)

বসন্ত—নটীর অভিবাদন গ্রহণ করুন পট্ট মহাদেবী।

সমুদ্র—যাও, দেবীকে বিশ্রামের অবকাশ দাও। (বসন্ত সেনার প্রস্থান) তাম্বুল করঙ্কবাহিনী মঞ্জুশ্রী, দেবী পথশ্রমে ক্লান্ত, ধারা যন্ত্রগৃহে তাঁর নির্ঝর স্নানের আয়োজন করো।

মঞ্জুশ্রী—যথা আজ্ঞা দেব। (প্রস্থান)

সমুদ্র—কাঞ্চন—

কাঞ্চন—উদয়ন,—

সমুদ্র—কি, অবাক হয়ে আমার মুখের পানে কি দেখছ ?

কাঞ্চন—দেখছি তোমাকে।

সমুদ্র—কেন ?

কাঞ্চন—আমার সব যেন কেমন হেঁয়ালীর মত মনে হচ্ছে। ওরা তোমায় এত ভয় করে,তুমি কে···তুমি কী ? কেমন করে তুমি এখানে এলে !

সমুদ্র—বড় বিস্ময় বোধ হচ্ছে, না ? কিন্তু বিস্ময়ের কিছু নেই কাঞ্চন! আমিতো তোমায় সে রাত্রে মহানদীর তীরে বলেছিলুম যে আমি সম্রাটের পার্শ্বচর। তাই ওরা আমায় সম্মান করে, হয়তো একটু ভয়ও করে।

কাঞ্চন—ওঃ···তাই! আঃ বাঁচলুম। আমার হঠাৎ এমন দুর্ভাবনা হচ্ছিল!

সমুদ্র—কী দুর্ভাবনা ?

কাঞ্চন—দুর্ভাবনা ওই সম্রাটকে নিয়ে। সে আমায় জোর করে গ্রহণ করতে চায়।

সমুদ্র—কাঞ্চন,—

কাঞ্চন—তুমি যখন পাশে থাকবে তখন আর আমার কোনো ভয় নেই। তুমি থাকবে তো এখানে?

সমুদ্র—থাকব বৈকি কাঞ্চন। এতকাল সম্রাটকে বাঁশী বাজিয়ে শুনিয়েছি। এবার সম্রাট আমায় আদেশ করেছেন পট্ট মহাদেবী কাঞ্চনমালাকে বাঁশী শোনাবার জন্য।

কাঞ্চন—না না আমি পট্ট মহাদেবী নই। ওকথা শুনলেও আমার পক্ষে মহা অপরাধ হয়, মহাপাপ হয়।

সমুদ্র—কেন?

কাঞ্চন—কেন? তুমি জানো…কেন!

সমুদ্র—কাঞ্চন ··

কাঞ্চন—কথা দাও, তুমি আর আমায় সম্রাজ্ঞী বলে অপমান করবে না। ওই সম্রাটের জন্য আজ যে উপহার আমি এনেছি!

সমুদ্র—কি উপহার এনেছ, দেখি—

কাঞ্চন—না সে তোমায় দেখাবনা, সে তোলা রইল সম্রাটের জন্য।

(মঞ্জুশ্রীর প্রবেশ)

মঞ্জুশ্রী—দেব—

সমুদ্র—স্নানের আয়োজন সম্পূর্ণ?

মঞ্জুশ্রী—সম্পূর্ণ।

সমুদ্র—যাও কাঞ্চন, এর সঙ্গে ধারাযন্ত্রগৃহে যাও, আমি কথা দিচ্ছি—আমি এখানে রয়েছি…তোমার কোনো আশঙ্কা নেই।

কাঞ্চন—আচ্ছা— (প্রস্থানোদ্যত।)

সমুদ্র—মঞ্জুশ্রী, যে সব কাশ্মিরী প্রসাধন ধারা-যন্ত্রগৃহে তোলা রয়েছে ·· তা দেবীর প্রসাধনের নিমিত্ত।

মঞ্জুশ্রী—যথা আজ্ঞা সম্রাট!

কাঞ্চন—(চমকিয়া ফিরিয়া) সম্রাট ! ওঃ···তুমিই !

সমুদ্র—(ইঙ্গিতে মঞ্জুশ্রীর প্রস্থান) কাঞ্চন, ভয় পেয়েছ ?

কাঞ্চন—ভয় ! না, শুধু মনে হচ্ছে, ভাগ্য দেবতা আমাকে নিয়ে কি নিষ্ঠুর খেলা সুরু করলেন !

সমুদ্র—নিষ্ঠুর খেলা !

কাঞ্চন—আমার মিনতি, আমায় একটু একা থাকতে দাও। একটু ভাববার অবসর দাও—

সমুদ্র—বেশ যাও তবে। যাবার আগে শুধু বলে যাও, সম্রাটের জন্য যে উপহার এনেছ, সেতো এবার আমায় দান করতে পার ?

কাঞ্চন—তোমায় ! না এ প্রশ্নেরও জবাব তোমায় এখন দিতে পারি না !

সমুদ্র—কেন ?

কাঞ্চন—বললুম যে···ঐ আমার ভাগ্য দেবতার নিষ্ঠুর খেলা।

(প্রস্থান)

সমুদ্র—অন্তরের মণি কোঠায় একান্ত নির্ভরশীল সুনিবিড় প্রেম, অথচ তাকে ঘিরে রয়েছে অজ্ঞাত আশঙ্কার একটানা গাঢ় কুজ্ঝটিকা ! এই আমার বন-লক্ষ্মী, এই আমার সাম্রাজ্য লক্ষ্মী কাঞ্চন মালা !

(অগ্নিমিত্রের প্রবেশ)

অগ্নি—সম্রাট জয়তু !

সমুদ্র—অগ্নিমিত্র !

অগ্নি—বন্দী মলয়কেতুকে নিয়ে এসেছি। তার সম্বন্ধে আজই ব্যবস্থা করবেন বলেছিলেন—

সমুদ্র—মলয়কেতু ! নিয়ে এস—

[বন্দী মলয়কেতুকে লইয়া দুজন রক্ষীর প্রবেশ]

মলয়কেতু—সম্রাট জয়তু,—

সমুদ্র—মলয়কেতু, তুমি আমার সৈন্য দলে একজন প্রধান সৈনাধ্যক্ষের পদ পেয়েছিলে। সেই পদে অধিষ্ঠিত থেকেও তুমি এত কাল ধরে আমারই শত্রুর গুপ্তচর বৃত্তি কচ্ছিলে, এ অভিযোগ সত্য ?

মলয়—সত্য সম্রাট !

সমুদ্র—তাহলে স্বীকার কচ্ছ তুমি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী—

মলয়—না—

সমুদ্র—না !

মলয—যুবরাজ কচগুপ্ত আমার প্রভু, তিনি আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করেছেন, পাপপুণ্য শুভ অশুভ সমস্ত বিচার বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে, তাঁরই আদেশ পালন করেছি মাত্র। এজন্য যদি সম্রাট আমাকে বিশ্বাসঘাতকরূপে দণ্ড দেন আমার বলবার কিছু নেই।

সমুদ্র—হু ···যুবরাজ এবং অমাত্য হরিষেণ এখন কোথায় সে সংবাদ তুমি জানো ?

মলয়—হয়তো জানতুম···কিন্তু তারা পলায়ন কর্ব্বার অর্দ্ধদণ্ড মধ্যেই আমি বন্দী হই···সুতরাং বর্ত্তমানে তাঁদের সংবাদ সম্রাটের এই সামান্য রক্ষীরাও যতটুকু জানে—তাও আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

সমুদ্র—সংবাদ পেলুম তুমি যে গৃহে বন্দী হও, যুবরাজ ও হরিষেণ পলায়ণ করবার সময় যুবরাজের পত্নী এবং শিশুপুত্র সেই গৃহেই অবস্থান কচ্ছিল। আমার কর্ম্মচারীরা উপস্থিত হবার পূর্ব্বেই তুমি তাদের কৌশলে সে গৃহ হতে অপসারিত করেছ। তারা এখন কোথায় ?

মলয়—সে আমি বলব না।

সমুদ্র—মলয়কেতু !

মলয়—মার্জ্জনা করবেন সম্রাট, যুবরাজের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে প্রয়োজন হলে নিজের জীবন দিয়েও তাঁর পত্নী-পুত্রকে রক্ষা করব।

সমুদ্র—জীবন দিয়েও তুমি তাদের রক্ষা করতে পারবে না। যেখানেই থাক আমি তাদের প্রাসাদে এনে অবরুদ্ধ করে রাখব।

মলয়—সম্রাট, আপনি তাদের সন্ধান পাবেন না।

সমুদ্র—চতুর্দ্দিকে আমার সজাগ প্রহরী বিচরণ কচ্ছে, তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যুবরাজের পত্নী-পুত্র এখনো এই পাটলীপুত্র নগরের বাইরে যেতে পারেনি, নিশ্চয়ই তারা এখনো নগরে রয়েছে। সীমাবদ্ধ নগর প্রাচীর মধ্য হতে এক নিঃসহায়া রমণী আর তার শিশুপুত্রকে যদি অনুসন্ধান করে নিয়ে আসতে ব্যর্থকাম হয় তাহলে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের ভারত বিজয়ী বাহিনী ও রক্ষী দল তার গৌরব নয়…তার জীবনের পরমতম লজ্জা ··

[অর্জ্জুনের প্রবেশ]

অর্জ্জুন—না সম্রাট ; আপনার রক্ষীদল আপনার লজ্জার কারণ হবে না। পলাতকের সন্ধান পেয়েছি—

সমুদ্র—পেয়েছ ! কোথায় !

অর্জ্জুন—কামন্দকী মঠে—

সমুদ্র—কামন্দকী মঠে !

মলয়—ভগবান !

অর্জ্জুন—হ্যাঁ সম্রাট, ছদ্মবেশে বাতাহক গান গেয়ে ভিক্ষা কচ্ছিল কামন্দকী মঠের কাছে। গান শুনে এক শিশু হঠাৎ বেরিয়ে আসে মঠ হতে, তাকে দেখেই যুবরাজের পুত্র বলে বাতাহক চিনতে পারে·· লুকিয়ে নিয়ে এসেছে শিশুটীকে এই প্রাসাদে··· · সম্রাটের আদেশ প্রতীক্ষায়······

সমুদ্র—আদেশ ! যুবরাজ কচগুপ্ত আমার একমাত্র বংশধরকে হত্যা

করিয়েছে। পনের বছর ধরে অনির্ব্বাণ রাবণের চিতা ধক্ ধক্ করে জ্বলছে আমার অন্তর জুড়ে। পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে সারা ভারতবর্ষ সন্ধান করে ফিরছি। আজ যদি সেই মহাপ্রতিশোধ লগ্ন উপস্থিত হয়ে থাকে,তাহলে স্বহস্তে সেই পুত্র হন্তার একমাত্র বংশধরের বুকের রক্ত দিয়ে·· কোথায়···কোথায় সে সর্প শিশু······

[রাহুলকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ]

রাহুল—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, তোমরা আমায় ছেড়ে দাও—

অমর—সম্রাট, ক্ষমা, পদতলে পড়ে মিনতি কর্চ্ছি শিশুকে ক্ষমা—

সমুদ্র—ক্ষমা! ক্ষমা নেই! এ অন্তর হতে ক্ষমা শব্দ মুছে গেছে, ক্ষমা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে পুত্রশোকের লেলিহান চিতাগ্নি শিখায়, প্রতিশোধ···(অস্ত্র তুলিলেন)

রাহুল—(সভয়ে কাঁদিয়া উঠিল) বাবা! বাবাগো!

সমুদ্র—বাবা! অগ্নিমিত্র, জগতের সব শিশু যখন তাদের বাবাকে ডাকে ·· সে আওয়াজ শুনতে একই রকম মিষ্টি বোধ হয়···না?

অগ্নি—সম্রাট···

সমুদ্র—না, আমি পারলুম না! আমার হাত হঠাৎ কেঁপে উঠল··· তোমরা যে পারো বধ করো এই শিশুকে···

(অগ্নিমিত্র শিশুকে লইয়া তাহার মাথায় অস্ত্র তুলিল)

না, না, এখানে নয়···মশানে···মশানে···

অগ্নি—আয় শিশু

সমুদ্র—না দাঁড়াও,···আমার বলতে একটু ভুল হয়েছে···মশানে নয়··· শিশুকে নিয়ে গিয়ে তুলে দাও সেই মঠে, ঠিক ওর মায়ের কোলটিতে।

অগ্নি—সম্রাট!

সমুদ্র—হাঁ সেখানে গিয়ে শিশুসহ ওর মাতাকে নিয়ে এসো পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদে—বন্দিনীরূপে নয়—অবরুদ্ধ রাখবার জন্য নয়—তাঁকে

স্বর্ণরথে সসম্মানে নিয়ে আসতে চাই·· মাতৃহারা শূন্য গৃহে আবার নূতন করে মায়ের পদধূলি পড়বে শুধু এই আশায়।

অগ্নি—আর বন্দী মলয়কেতু ?

সমুদ্র—মলযকেতু ! মলযকেতুর মুক্তি নাই। রাজদ্রোহীকে নিশ্চিত গ্রহণ করতে হবে তার কৃতকার্য্যের যোগ্য শাস্তি।

মলয—কী শাস্তি · আদেশ করুন সম্রাট···

সমুদ্র—অগ্নিমিত্র, আমার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সব পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিযেছিলেন—কিন্তু একদিনও যা পরিধান করতে পারেন নি—ভেবেছিলুম যেদিন পিতার যোগ্য পুত্র হব, সেদিন সে সব পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারগুলি অঙ্গে ধারণ করব। ভাই হয়েও আমি ভ্রাতৃ বধুকে বন্দী করতে চেয়েছিলুম, আর একান্ত অনাত্মীয হয়েও যে ব্যক্তি আমার ভ্রাতৃবধুর মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন—আজ বুঝলুম, আমার পিতার পরিচ্ছদ, অলঙ্কারে আমার অধিকার নেই···তার সবকটী সসম্মানে পরিয়ে দাও এই মহাপ্রাণ মলয়কেতুকে !

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহাকান্তারে ব্যাঘ্ররাজের প্রাসাদ।

কচগুপ্ত ও হরিষেণ।

কচগুপ্ত—মহামাত্য হরিষেণ! মলয়কেতু সমুদ্রগুপ্তের বন্দী!

হরিষেণ—হাঁ যুবরাজ—

কচ—মলয়কেতুকে হারিয়ে আমার দক্ষিণ হস্ত ভেঙ্গে গেল। অমন বিশ্বাসী, অমন কর্ত্তব্য পরায়ণ বন্ধু জীবনে মিলবে কিনা সন্দেহ। তারই আশ্রয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে রেখে এসেছিলুম আমার পত্নীপুত্রকে। জানিনা প্রতিহিংসাপরায়ণ সমুদ্রগুপ্তের হাতে পড়ে আজ তাদের কী অমানুষিক নির্য্যাতন সইতে হচ্ছে!

হরি—না, না, যুবরাজ, সিংহাসনের জন্য পরস্পরে শত্রুতা হলেও সমুদ্রগুপ্ত তো আপনারই ভাই। নিজের ভ্রাতৃবধূ ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করবেন! না, সমুদ্রগুপ্ত এতখানি পাষাণ হৃদয় হতে পারেন না।

কচ—প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে মানুষ সব করতে পারে মহামাত্য। সমুদ্রগুপ্তকে এতখানি বিশ্বাস করে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে সে হবে শুধু মূর্খতার পরিচায়ক।

হরি—আমরা তো নিশ্চিন্ত বসে নেই, নিকটবর্ত্তী রাজ্যগুলি হতে প্রায় বিশ সহস্র সৈন্য নিয়ে মিত্ররাজগণ এসেছেন। তাছাড়া গ্রীকরাজ সেলোকেয়াস, শক রুদ্রসিংহ, রাজা নাগসেন, লিচ্ছবী জয়দেব প্রভৃতি

রাজাগণ প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের সাহায্যের নিমিত্ত এই মহাকান্তারের দিকে এগিয়ে আসছেন। আমাদের আশ্রয়দাতা বাঘরাজের অধীনেও রয়েছে অন্যূন পঁচিশ হাজার রণ দুর্ম্মদ পার্ব্বত্য সৈন্য। সকলে এসে মিলিত হলে আমাদের সৈন্য সংখ্যা হবে প্রায় এক লক্ষ। এবং যে মুহূর্ত্তে এই লক্ষ সৈন্যের সম্মিলন হবে—আর কাল বিলম্ব না করে আমরা তখনি পাটলীপুত্র অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করব।

কচগুপ্ত—কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, বাঘরাজের পাটলীপুত্রের সিংহাসনেব প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি বয়েছে। একবার সমুদ্রগুপ্তকে পরাজিত করতে পারলেই ওই বন্য জানোয়ার তাব স্বরূপ মূর্ত্তি ধারণ করবে। মহামাত্য, ভুলবেন না, এখনো আমরা মহাকান্তারে সেই হিংস্র পশুব আশ্রযে অবস্থান কর্চ্ছি!

হরি—হাঁ করব। চাণক্যের নীতি—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। সমুদ্রগুপ্তরূপ কণ্টককে অপসারিত করতে আজ এই বাঘরাজরূপী সুতীক্ষ্ণ-কণ্টকেব আমাদের প্রয়োজন আছে। আগে সমুদ্রগুপ্তকে পবাজিত করি··· তারপর ওই বাঘবাজ, ওর লোলুপ অন্তরের চিত্র তো আমার নখদর্পনে প্রতিফলিত, ওকে ভয় কি ?

কচ—বাঘরাজ আসছে!

[বাঘরাজের প্রবেশ]

হরি—এসো রাজা—যে খবর আনতে পাটলিপুত্রে লোক পাঠিয়েছিলে—তা পেয়েছো ?

বাঘ—হাঁ পেয়েছি—খবর ভাল নয়।

হরি—কেন ?

বাঘ—কেন আবার কি ? হতভাগী মরেছে। এই বুনো পাহাড়ী জাতের মুখে কালী মাখিয়ে দিয়ে শয়তানী সমুদ্রগুপ্তের রূপের আগুনে পুড়ে মরেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাটলীপুত্রের প্রাসাদস্থ উদ্যান

কাঞ্চনমালা ও মঞ্জুশ্রী

মঞ্জুশ্রী—চতুরদধি-সলিল-মেখলা বসুন্ধরাধিপতি সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে প্রণতি জানিযে সুমাত্রা, শ্যামদেশ, যবদ্বীপ হতে রাজণ্যগণ যে সকল নর্ত্তকী প্রেরণ করেছেন, সম্রাট মহাদেবীর চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত তাদের মহাদেবীর সেবাতেই নিযুক্ত করেছেন। তারা মহাদেবীকে রামাযণের একটী নৃত্য দেখাতে চায়।

(মঞ্জুশ্রীর ইঙ্গিতে নর্ত্তকীরা নৃত্য আরম্ভ করিল; নৃত্য শেষে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রবেশ।)

সমুদ্র—দেবী কাঞ্চনমালা—

কাঞ্চন—সম্রাট !!! [সকলের অভিবাদন করিয়া প্রস্থান]

সমুদ্র—কাঞ্চন, গুরুতর রাজকার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলুম। তাই এ কদিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারিনি। অতি প্রবল শত্রু দ্বারদেশে, প্রভাতেই যুদ্ধ যাত্রা করব। তাই যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে কিছু ক্ষণের জন্য সময় করে তোমার সংবাদ নিতে এলুম। কাঞ্চন, এখানে তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছেনা তো ?

কাঞ্চন—একথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন কেন সম্রাট ! এত সুখ, এত আনন্দ, জীবনের এত ঐশ্বর্য্য এতো আমি স্বপ্নেও কখনো কল্পনা করতে পারিনি সম্রাট !

সমুদ্র—সম্রাট ! তুমিও আমায় সম্রাট বলছ ?

কাঞ্চন—তবে কি বলব ?

সমুদ্র—কেন ? উদয়ন।

কাঞ্চন—না, আর উদয়ন বলে ডাকতে পারি না।

সমুদ্র—কেন ?—

কাঞ্চন—কারণ, উদয়ন বলে ডাকলে যদি কথনো আমার মনে জাগে যে উদয়ন আর ভারত সম্রাট দুজনে আলাদা মানুষ, তাহলে সে হবে আমার পক্ষে নিদারুণ অভিশাপ।

সমুদ্র—অভিশাপ !   (বসন্তসেনা লুকাইয়া কথা শুনিতেছিল)

কাঞ্চন—হাঁ, আমার উদয়নকে তাই আমি ভারত সম্রাটের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। সম্রাটের ভেতর থেকে উদয়ন আমাকে সব ভয়, সব আতঙ্কের হাত হতে রক্ষা করে। উদয়নকে যদি সম্রাটের সঙ্গে এক করে দেখতে না পেতুম, তাহলে, তাহলে এতদিন হয়তো ভারত সম্রাট এক বুনো পাহাড়ী মেয়ের হাতে, না, না, আমি কি বলছি—এ আমি কি চিন্তা করছি !

সমুদ্র—কাঞ্চন, কাঞ্চন...

কাঞ্চন—সম্রাট !

সমুদ্র—কেন জানিনা, আমার মনে এই কথাটাই যেন আজ বারবার জাগছে যে তোমার আমার মাঝখানে কি একটা অতি সূক্ষ্ম ব্যবধান এসে উপস্থিত হয়েছে! কি সে ব্যবধান, কি সে অন্তরায় আমি বুঝতে পারি না। তোমার চক্ষু দুটা এই জ্যোৎস্না ধোয়া আকাশের মত স্বচ্ছ নির্ম্মল, মুখে অম্লান শ্বেতশতদলের পবিত্রতা, অন্তরে অনুভব করি—তোমার প্রেমের নিবিড় মাধুর্য্য! অথচ তবু কেন মনে হয়, এ কাঞ্চন মহানদীর তীরে শালবনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে যে আমার বাঁশী শুনে মুগ্ধ হয়েছিল, এ বুঝি সে কাঞ্চন নয়।

কাঞ্চন—সম্রাট।

সমুদ্র—বল কাঞ্চন, কেন এমন মনে হয় ? আমায় লুকিও না, আমায় সব কথা খুলে বল।

কাঞ্চন—বলব, তবে আজ নয়, আজ পারব না। আমার যা বলবার, যে কথা আপনার কাছে লুকিয়ে রেখে অশেষ যাতনা ভোগ করছি, সে বলব সেই দিন

সমুদ্র—কোনদিন ··

কাঞ্চন—যে দিন যেদিন আপনার ওপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মাবে।

সমুদ্র—অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমায় ?

কাঞ্চন—হ্যাঁ বৈশাখী পূর্ণিমায়। (সমুদ্রগুপ্ত বসন্তসেনাকে দেখিলেন)

সমুদ্র—কে ? কে ওখানে ?

বসন্ত—সম্রাট জয়তু !

সমুদ্র—রাজনটী বসন্তসেনা ! তুমি এখানে !

বসন্ত—সিংহল দেশীয় নর্তক নর্তকী নাট্যশালায় অপেক্ষা করছে। মহাদেবী তাদের নৃত্য দেখতে অভিলাষ করেন কিনা তাই জানতে—।

সমুদ্র—হ্যাঁ, দেবী নাট্যশালায় যাবেন। তাদের প্রস্তুত হতে বলগে। (বসন্তের প্রস্থান) কাঞ্চন, তোমার কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, সেই বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রেই সব শোনবার জন্য আমি আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করব। এবার যাও, নাট্যশালায় যাও। আমিও যাই মন্ত্রণাগৃহে, অগ্নিমিত্র আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কাঞ্চন—সম্রাট !

সমুদ্র—কিছু বলবে ?

কাঞ্চন—একটা কথা জানতে কৌতূহল হচ্ছে, কিন্তু আপনার হয়তো সময়াভাব।

সমুদ্র—না কাঞ্চন, সর্বদাই রাজকার্যে রত থাকি। তোমার একটা কৌতূহল মেটাবার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন, সেটুকু সময়ও তোমার

জন্য ব্যয় না করলে তোমার প্রতি সত্যি অবিচার করা হবে। বল, কি জানতে চাও ?

কাঞ্চন—কুমার চন্দ্রগুপ্ত—

সমুদ্র—কুমার চন্দ্রগুপ্ত !

কাঞ্চন—সেদিন মঞ্জুশ্রীর মুখে কুমারের সমস্ত কাহিনী শুনেছি। শুনেছি, কেমন করে কুমারের শোকে মহাদেবী দত্তাদেবী পলে পলে মৃত্যু বরণ করেন।

সমুদ্র—সব শুনেছ ?

কাঞ্চন—শুনেছি সম্রাট ! কিন্তু তবু এত বড় নিষ্ঠুর কাহিনী যেন বিশ্বাস করতে পারি না।

সমুদ্র—আমিও পারিনি কাঞ্চন, আমিও বিশ্বাস করতে পারিনি। অগ্নি-মিত্র স্বচক্ষে দেখেছে, মহাদেবী দত্তাদেবীও চোখের সামনে দেখেছিলেন কুমারের সেই শোচনীয় হত্যা। তবু অন্তর আমার কেন জানিনা সায় দিতে পারেনি। তাই সারা ভারতবর্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু সত্যই যে নেই, কোথায় পাব সেই পলাতকের দেখা !

কাঞ্চন—আচ্ছা, কুমারকে না পান, সেই সমুদ্রতীরে অথবা তার আশে পাশে কুমারের কোন স্মৃতি চিহ্ন, কোন নিদর্শন বস্তুও কি পান নি ?

সমুদ্র—নিদর্শন ! না, তাও এতকাল পাইনি। পেয়েছি পনেরো বছর বাদে শুধু একটী চন্দ্রাঙ্কিত হীরক।

কাঞ্চন—হীরক !

সমুদ্র—হাঁ সে শিশুর নাম রেখেছিলুম চন্দ্রগুপ্ত। তাই চন্দ্রমা চিহ্নিত এক হীরক খণ্ড তার ডান হাতের কবচে পরিয়ে দিয়েছিলুম। ঠিক সেই হীরকখণ্ড দেখলুম গ্রীক রাজার অঙ্গুরীয়কে, অঙ্গুরীয় তাই আমি নিয়ে এসেছি।

কাঞ্চন—এই হীরক! গ্রীক রাজা এ হীরক কোথায় পেল!

সমুদ্র—আমার ভ্রাতা কচগুপ্ত তাকে উপহার দিয়েছিল।

কাঞ্চন—কচগুপ্ত!

সমুদ্র—হাঁ, শুনেছি কচগুপ্ত পেয়েছিল এ হীরক বাঘরাজের কাছে।

কাঞ্চন—বাঘরাজ! বাঘরাজের কাছে?

সমুদ্র—হাঁ, কিন্তু তুমি চমকে উঠলে কেন কাঞ্চন? বাঘরাজকে তুমি চেন?

কাঞ্চন—সম্রাট!

সমুদ্র—ওঃ, হাঁ, তোমায় মহাকান্তারের নিকট হতেই তো এনেছি। বাঘরাজ মহাকান্তারের অধীশ্বর, তাকে হয়তো তুমি কখনো দেখেছ, তাই নয়?

কাঞ্চন—হাঁ দেখেছি। আচ্ছা, কুমার চন্দ্রগুপ্ত কত বৎসর পূর্ব্বে নিহত হয়েছিলেন যেন?

সমুদ্র—পনের বছর।

কাঞ্চন—পনের বছর! সে সময়ে তাঁর বয়স?

সমুদ্র—মাত্র দুই বৎসর—

কাঞ্চন—দুই বৎসর! তবে আজ যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে কুমারের বয়স সতের বছর হ'ত; তাই নয়?

সমুদ্র—হাঁ, ঠিক সতের বছর—

কাঞ্চন—সতের বছর! সতের বছর!

সমুদ্র—কিন্তু তুমি অমন করছ কেন কাঞ্চন?

কাঞ্চন—না, কাহিনী শুনতে শুনতে কেমন উন্মনা হয়ে পড়েছিলুম। আমার কৌতূহল মিটেছে, আমি এবার নাট্যশালায় যাচ্ছি। (প্রস্থান)

(মঞ্জুশ্রীর প্রবেশ)

মঞ্জুশ্রী—সেনাপতি অগ্নিমিত্র!

সমুদ্র—ওঃ অগ্নিমিত্র! আমি যাচ্ছি—না, এখানেই পাঠিযে দাও।

(মঞ্জুশ্রীর প্রস্থান ও অগ্নিমিত্রের প্রবেশ)

অগ্নি—সম্রাট জযতু!

সমুদ্র—অগ্নিমিত্র!

অগ্নি—সম্রাটের বিলম্ব দেখে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটালুম।

সমুদ্র—না অগ্নিমিত্র, আমি এখনি যাচ্ছিলুম। সমস্ত সংবাদ আহরণ করেছো?

অগ্নি—করেছি সম্রাট—গ্রীক, শক, হুণ, নেপালের লিচ্ছবী রাজা, পার্ব্বত্য রাজগণ, এবং মহাকান্তারের বাঘরাজের সম্মিলিত সৈন্য যুবরাজ কচগুপ্তের অধীন!

সমুদ্র—সম্মিলিত সৈন্যের সংখ্যা?

অগ্নি—অনুমান এক লক্ষ!

সমুদ্র—এক লক্ষ সৈন্য পাটলীপুত্রের দ্বারে! এবং রাত্রি প্রভাতেই যুদ্ধ! অথচ এই লক্ষ সৈন্যের যারা অধিনাযকসেই সব শক, হুণ, গ্রীক, লিচ্ছবী নরপতির মুকুট শোভিত শির সেদিনও দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের পদতলে লুন্ঠিত হযে তাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়েছিল।

অগ্নি—সম্রাটের দিগ্বিজয়ী বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সম্রাটের আজ্ঞা পেলে তারা সেই মুহূর্ত্তে বিশ্বাসঘাতক নরপতিদের মুকুট শোভিত শির সম্রাটের পদতলে এনে উপহার দেবে।

সমুদ্র—বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা রূপ অস্ত্র ব্যবহারই যুদ্ধের নীতি। শঠে শাঠ্যং সমাচারেৎ। অগ্নিমিত্র, গ্রীক, হুণ, ও শক নরপতির নামে যে পত্রগুলি রচনা করতে বলেছিলুম তা প্রস্তুত?

অগ্নি—প্রস্তুত সম্রাট—

সমুদ্র—উত্তম, শত্রু শিবিরে ছদ্মবেশে দুব্যক্তিকে পত্রসহ প্রেরণ করতে হবে। কাকে কাকে উপযুক্ত মনে কর?

অগ্নি—আমার মনে হয় সিদ্ধার্থক ও অর্জ্জুন। তবে অর্জ্জুনকে যদি যুবরাজ কচগুপ্ত চিনে ফেলেন এই ভয়—

সমুদ্র—না অর্জ্জুন ছদ্মবেশে যাবে না। আমি তাকে ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ম্মচ্যুত করেছি, বিতাড়িত করেছি, শত্রুশিবিরে গিয়ে সে এই পরিচয়ই দেবে।

অগ্নি—যথা আজ্ঞা সম্রাট!

সমুদ্র—হাঁ, আর এককথা! অমাত্য হরিষেণের নামে লিখিত পত্রের সঙ্গে যে অলঙ্কার প্রেরণ করবার কথা বলেছিলুম, তা সংগ্রহ করতে পেরেছ?

অগ্নি—পেরেছি সম্রাট, এই যুবরাজ পত্নীর কণ্ঠহার, আর এই কুমার রাহুলের অঙ্গুরীয়—

সমুদ্র—কোথায় পেলে?

অগ্নি—যুবরাজ পত্নী, দাসী সুগোপার সেবায় তুষ্ট হয়ে তাকে এই কণ্ঠহার দিয়েছিলেন। সুগোপাকে যথাযোগ্য মূল্য ও পারিতোষিক দিয়ে হারটী সংগ্রহ করেছি। কুমারের অঙ্গুরীয় স্নানাগারে কুড়িয়ে পেয়েছিল, ধাত্রী ধারিনী।

সমুদ্র—উত্তম, হরিষেণের পত্রের সঙ্গে এই অলঙ্কার দুটীও সিদ্ধার্থকের হাতে দেবে। কামন্দকী মঠের সন্ন্যাসী পরিচয়ে সিদ্ধার্থক ওইগুলি নিয়ে আজই রাত্রে শত্রুশিবিরে যাত্রা করবে। তারপর·········হ্যাঁ, প্রভাত যুদ্ধে আমাদের কত সৈন্য প্রস্তুত হচ্ছে!

অগ্নি—এক লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র!

সমুদ্র—এক লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র! তুমি আমায় হাসালে অগ্নিমিত্র!

অগ্নি—সম্রাট—

সমুদ্র—ত্রিশ সহস্র হলেই হয়তো···আচ্ছা, না, পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য প্রস্তুত রাখগে···আর সকলে বিশ্রাম গ্রহণ করুক।

অগ্নি—সে কি সম্রাট ! এক লক্ষ শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে—

সমুদ্র—এক লক্ষ শত্রু সৈন্য যুদ্ধ করতে এসেছে সত্য, কিন্তু তার অর্দ্ধেক সৈন্যও যদি কাল রণস্থলে আমাদের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ায়, তবে অমাত্য হরিষেণের বুদ্ধি চাতুর্য্যের কাছে আমি পরাজয় মেনে নেবো !

অগ্নি—সম্রাট—

সমুদ্র—কি, বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইলে যে ? আচ্ছা এসো, আমি নিজে উপস্থিত থেকে বিনা রক্তপাতে যুদ্ধ জয়ের কী ব্যবস্থা করেছি, দেখবে এস !

[উভয়ের প্রস্থান]

[অপর দিক হইতে কাঞ্চনের পুনঃ প্রবেশ]

কাঞ্চণ—কই সম্রাট তো এখানে নেই ? এই মাত্র তো ছিলেন ! মঞ্জুশ্রী !

[মঞ্জুশ্রীর প্রবেশ] সম্রাট কোথায় গেলেন দেখেছ ?

মঞ্জু—তিনি এই মাত্র সেনাপতি অগ্নিমিত্রের সঙ্গে মন্ত্রণাগৃহের দিকে গেলেন।

কাঞ্চন—ওঃ মন্ত্রণাগৃহে !

মঞ্জু—তাঁকে কিছু জানাতে হবে দেবি ?

কাঞ্চন—না থাক···আচ্ছা শোনো, তাঁকে আমার অনুরোধ জানিও, যদি তাঁর অবকাশ হয় একটীবার দয়া করে এখানে আসেন যেন।

মঞ্জুশ্রী—যথা আজ্ঞা দেবি। (প্রস্থান)

কাঞ্চন—কিন্তু সম্রাটের যদি আসতে বিলম্ব হয় ···ততক্ষণ !

[ছদ্মবেশে সন্তর্পণে ব্যাঘ্ররাজের প্রবেশ]

ব্যাঘ—কাঞ্চন !

কাঞ্চন—কে ! এ কি ! তুমি ! তুমি এখানে এবেশে ! কেমন করে রক্ষীবেষ্টিত রাজপুরীতে প্রবেশ করলে ?

বাঘ—সিংহলের রাজা, সমুদ্রগুপ্তকে রত্নমাণিক্য নর্ত্তক নর্ত্তকী আর একশত ক্রীতদাস্ উপহার পাঠিয়েছেন। তোমার সঙ্গে দেখা করবার অনেক চেষ্টা করেছি·· ···কিন্তু পারিনি। তাই সুযোগ সন্ধানে ছিলুম। ওই সিংহলের লোকেরা যখন প্রাসাদ অভিমুখে আসে ওদের মধ্যে একজন অশ্বারোহী ক্রীতদাস দৈবক্রমে দল থেকে পেছিয়ে পড়েছিল। আমি বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছি। তারপর তার পোষাক তার রাজকীয় নিদর্শন পত্র নিয়ে সেই দলের সঙ্গে মিশে রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করেছি।

কাঞ্চন—কেন এসেছ এখানে!

বাঘ—কেন! রাজার সঙ্গে তোর বিয়ে হচ্ছে শুনলুম সে বিয়েতে আমাকে তো কেউ নেমন্তন্ন করবিনি—তাই লুকিয়ে এলুম তোদের বিয়ের ভোজ খেতে।

কাঞ্চন—বাঘরাজ ··বাঘরাজ · ···

বাঘ—চুপ! বাঘরাজ বলে ডেকে আমায় কৌশলে ধরিয়ে দিতে চাস্, না?

কাঞ্চন—না আমি তোমায় ধরিয়ে দেবনা। তুমি এখান হতে চলে যাও—চলে যাও—

বাঘ—চলে যাব! বৈশাখী পূর্ণিমার রাত না আসতেই—হাঃ হাঃ হাঃ—

কাঞ্চন—বাঘরাজ—

বাঘ—থাক আমার সময় সংক্ষেপ; এখনি হয়তো কেউ দেখে ফেলবে। স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা কচ্ছি কাঞ্চন, তুই সমুদ্রগুপ্তকে হত্যা করবি কি না—

কাঞ্চন—না!

বাঘ—না! তার ফলে তোর যদি মহা সর্ব্বনাশ হয়?

কাঞ্চন—হোক, তবু না—

বাঘ—সমুদ্রগুপ্ত যদি তোকে পদাঘাতে দূর করে দেয় ?

কাঞ্চন—তিনি তা কিছুতে করবেন না, করতে পারেন না।

বাঘ—করতে পারে কি না—সে আমি দেখছি! ধর, যদি সে তোকে অপমান করে এখান হতে দূর করে দেয় ?

কাঞ্চন—সে অসম্ভব যদি সম্ভব হয়—তবু আমি তাঁর কোনো অপকার করতে পারবো না।

বাঘ—আচ্ছা, তবে আমিও চললুম। দেখি, সমুদ্রগুপ্ত তোকে কেমন করে গ্রহণ করে—

কাঞ্চন—তুমি কী করতে চাও ?

বাঘ—কী করতে চাই ? একদিন বিষ কন্যার গল্প বলছিলি না ?

কাঞ্চন—হাঁ, বিষকন্যার গল্প····

বাঘ—বিষ কন্যা! হাঃ হাঃ হাঃ—আমি যদি বলি···না না এখন নয়, এখন কিছু বলব না ····· [প্রস্থান]

কাঞ্চন—বাঘরাজ, চলে যেয়ো না। বলে যাও, তুমি কী করবে ? বাঘরাজ! বাঘরাজ!

(বাঘরাজকে অনুসরণ। বসন্তসেনার প্রবেশ।)

বসন্তসেনা—হুঁ—এই ব্যাপার! কাঞ্চনমালা! পট্টমহাদেবী! সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের ধ্যানের প্রতিমা! হাঃ হাঃ হাঃ! বাঘরাজ যা বলে গেল রাজনটী বসন্তসেনা যখন শুনেছে, তখন সব কথা প্রচার হয়ে গেল বলে।

[সমুদ্রগুপ্তের প্রবেশ। তিনি বসন্তসেনাকেই কাঞ্চন মনে করিয়া তাহার কাছে গেলেন]

সমুদ্র—কাঞ্চন, তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে! একি বসন্তসেনা,—কাঞ্চন কোথায় ?

বসন্ত—বলছি। তার আগে আপনাকে একটি কথা বলব সম্রাট—

সমুদ্র—কি!

বসন্ত—শুনে বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। কিন্তু যখন কথাটা কানে এসেছে, তখন আপনাকে না জানিয়েও স্থির থাকতে পারছিনা। সম্রাট, আমি যদি বলি আপনি জীবন মৃত্যুর মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছেন।

সমুদ্র—কেন?

বসন্ত—যদি বলি এক বিরাট চক্রান্তজাল আপনাকে বিজড়িত করে মহা সঙ্কটের দিকে টেনে নিচ্ছে?

সমুদ্র—কি তুমি বলতে চাও স্পষ্ট করে বল।

বসন্ত—বলছি, সবই বলছি। কিন্তু তার আগে বলুনতো, কাঞ্চনমালাকে আপনি কোথা হতে এনেছেন?

সমুদ্র—বসন্তসেনা, তোমাকে ইতঃপূর্ব্বেই বোধ হয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম যে মহাদেবীর নাম তুমি কখনো অশ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করবে না।

বসন্ত—সে কথা স্মরণ আছে সম্রাট, তিনি যদি সত্যই মহাদেবী পদের যোগ্যা হন—তাহলে রাজনটী বসন্তসেনা কখনো তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে সম্রাটের তিরস্কার ভাজন হবেনা।

সমুদ্র—সত্যই যদি মহাদেবী পদের যোগ্যা হন…এ কথার অর্থ?

বসন্ত—অর্থ এখনি বুঝতে পারবেন সম্রাট। আগে বলুন, যাকে মহাদেবী পদে বরণ করতে সঙ্কল্প করেছেন তাঁকে মহাকান্তারের নিকট হতে এনেছেন কিনা—

সমুদ্র—হ্যাঁ এনেছি—

বসন্ত—মহাকান্তার ব্যাঘরাজের রাজ্য?

সমুদ্র—হ্যাঁ…

বসন্ত—সুতরাং বাঘরাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকাও বোধ হয় অসম্ভব নয়।

সমুদ্র—না অসম্ভব নয়।

বসন্ত—সম্রাট তাঁকে অন্তঃপুরে স্থান দেবার আগে একবারও কি ভেবে দেখেছিলেন, একবারও কি সন্ধান নিয়েছিলেন যে—

সমুদ্র—ব্যস···যথেষ্ট হয়েছে। তোমার ঔদ্ধত্য দেখছি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। রাজনটী বসন্তসেনা কি প্রত্যাশা করে যে সে শুধু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে, আর তারই বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত অপরাধীর ন্যায় কেবল তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাবে? যাও, পথ ছাড়—

বসন্ত—যাচ্ছি, কিন্তু তার আগে শুনুন সম্রাট, আপনার ভাবী পট্ট মহাদেবী কাঞ্চনমালা বাঘরাজের গুপ্তচর!

সমুদ্র—বসন্তসেনা! যে কথা উচ্চারণ করেছ, দ্বিতীয়বার একথা উচ্চারণ করলে রমণী বলে ক্ষমা করব না জেনো; তোমার জিহ্বা উৎপাটিত করে আনব।

বসন্ত—সম্রাটের অভিরুচি! কিন্তু আমার জিহ্বা উৎপাটিত করলেও সত্য কখনো মিথ্যাতে রূপান্তরিত হবে না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি সেই বাঘরাজকে প্রাসাদ উদ্যানে।

সমুদ্র—বাঘরাজ! এখানে!

বসন্ত—হ্যাঁ, সিংহল দেশীয় ক্রীতদাসের পরিচ্ছদে রাজপুরীতে প্রবেশ করেছে। এইখানে দাঁড়িয়ে ক্ষণপূর্ব্বে সে আপনার ভাবী সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে আলাপ কচ্ছিল।

সমুদ্র—বাঘরাজ কাঞ্চনমালার সঙ্গে আলাপ কচ্ছিল! তারা কোথায়?

বসন্ত—বাঘরাজ উদ্যানের ঐপথ দিয়ে সম্ভবতঃ পালিয়ে যাচ্ছে, আপনার ভাবী সম্রাজ্ঞীও ছুটেছেন তারই পশ্চাতে···

সমুদ্র—কাঞ্চনমালাও বাঘরাজের পশ্চাতে যাচ্ছে! তবে হয়তো বাঘরাজ আমার কোনো অকল্যাণ করতে চায়···কাঞ্চন তাকে নিবৃত্ত করতে যাচ্ছে। আমি যাই দেখিগে···

বসন্ত—না না ··সম্রাট, আপনি এখন ওদিকে যাবেন না—। আপনার হয়তো বিশ্বাস হয়নি কি কালসাপিনী—

সমুদ্র—আঃ বিশ্বাস আমার কোনদিনই হবে না। যাও···পথ ছাড়—

বসন্ত—তবু শেষ বার বলছি, শুনুন সম্রাট, কাঞ্চন মালার চরিত্রের পরিচয় আমি যা পেয়েছি তাতে নিশ্চিত জানবেন যে সে আপনার মৃত্যুরূপা।

সমুদ্র—মৃত্যুরূপা! মৃত্যুরূপা! হাঃ হাঃ হাঃ

বসন্ত—সম্রাট, সম্রাট—

সমুদ্র—শোন বসন্তসেনা, যাকে ভালবেসে বধূ বলে গ্রহণ করব বলে বরণ করে এনেছি, সে যদি নিজের হাতে আমায় মৃত্যু বিষ তুলে দেয়, সে বিষও আমি নীলকণ্ঠের মত পান করব···তবু আমার ভাবী ধর্ম্মপত্নীর চরিত্র কথা আমি রাজনটীর মুখে শুনব না। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কচগুপ্তের শিবির

বাঘ—রাজনটী বসন্তসেনা! রাজনটী বসন্তসেনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। ঐ বসন্তসেনাকে আমি কাঞ্চনের মারণ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করবো। এবার যাই পাতঞ্জলী শাস্ত্রীর কাছে, কাঞ্চন বিষকন্যা এই কথা আমি তাকে দিয়ে জোর করে লিখিয়ে নেব। যদি না লেখে তবে ঐ পাতঞ্জলী শাস্ত্রীকে আমি হত্যা করব।

(বিক্রমের প্রবেশ)

বিক্রম—কোথায় যাচ্ছ বাবা ?

বাঘ—কে ? বিক্রম ! কাঞ্চনমালার সঙ্গে তোর রোজ দেখা হয়, না ?

বিক্রম—হঁা, যেদিন তুমি সিংহলী ক্রীতদাস সেজে রাজপুরী হতে বেরিয়ে এলে, সেইদিন কাঞ্চনমাসী আমায় বাগানের পাশে দেখতে পায়। সেই হতে রোজ আমাদের দেখা হয়।

বাঘ—হুঁ। তোর মাসীকে তুই আমার চাইতে ভালবাসিস, না ? এবার দেখছি তোর কাঞ্চন মাসীকে—

বিক্রম—কি ?

বাঘ—না কিছু না—কিছু না—　　(প্রস্থান)

বিক্রম—বাবা—বাবা !　　(প্রস্থান)

(ইন্দ্রদত্ত, সিদ্ধার্থক ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

ইন্দ্র—সিদ্ধার্থক, অর্জ্জুন, এই দিকে এসো ভাই। এই স্থানটা একটু নিরিবিলি আছে। সত্বর বলো—কি উদ্দেশ্যে তোমরা এ শিবিরে এসেছ।

অর্জ্জুন—বলছি, তার আগে তোমার সংবাদ বল, এখানে কচগুপ্তের ওপর তুমি কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছ তা জানলে তোমা দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হবে কিনা বুঝতে পারব।

ইন্দ্র—আমি এক সপ্তাহ পূর্ব্বে কচগুপ্তের সেনাদলে যোগ দিয়েছি। প্রতিমুহূর্ত্তে কচগুপ্তের কাছে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের নিন্দা করি ; উপায় নাই, স্বয়ং সম্রাটই আমায় ঐরূপ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। সম্রাটের নিন্দা করে এবং মাঝে মাঝে পাটলীপুত্রের বাহিনী সম্বন্ধে দু একটা অপ্রয়োজনীয় অথচ গুপ্ত সংবাদ দিয়ে যুবরাজ কচের

মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছি। আমার মনে হয়, যুবরাজ আমাকে সম্পূর্ণ রূপে তাঁরই হিতাকাঙ্খী বলে বিশ্বাস করেন।

অর্জ্জুন—উত্তম, তুমি আমাকে যুবরাজ কচগুপ্তের কাছে ধরিয়ে দেবে।

ইন্দ্র—ধরিয়ে দেব !

অর্জ্জুন—হাঁ, আমি যেন শিবিরের আশে পাশে ঘুরছিলুম, শত্রুর গুপ্তচর সন্দেহ করে তুমি আমায় ধরিয়ে দিচ্ছ। আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে একথা বলবার প্রয়োজন নেই। হাঁ, আমার সঙ্গে কিছু কাগজ পত্র আছে। তাও প্রকাশ করে দেবে।

ইন্দ্র—বেশ, আর সিদ্ধার্থক তুমি !

সিদ্ধার্থক—আমার ব্যবস্থা আমি আগেই করেছি।

ইন্দ্র—কি ব্যবস্থা !

সিদ্ধা—শিবিরে ভিক্ষা চাইতে এসে ইতস্তত: সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপের ভাণ করি। সৈনিকদের সন্দেহ হয়, তারা আমায় অমাত্য হরিষেণের কাছে নিয়ে গেল। অমাত্যকে পরিচয় দিলুম যে, আমি কামন্দকী মঠের সন্ন্যাসী।

ইন্দ্র—তারপর ?

সিদ্ধা—হয়তো অমাত্যের খানিকটা বিশ্বাস হয়েছে। সৈনিকদের বললেন, প্রভাত যুদ্ধের আয়োজনে আমি এখন বড় ব্যস্ত ; আপাততঃ এই লোকটি এখানে থাক, একে তোমরা কিছুমাত্র ক্লেশ দিও না। শুধু বাইরে যেতে না পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখো। অবসর মত এ সত্য সন্ন্যাসী কিম্বা শত্রুর গুপ্তচর তার সন্ধান নেব।

ইন্দ্র—হুঁ—

অর্জ্জুন—চুপ—যুবরাজ কচগুপ্ত আসছে না ?

ইন্দ্র—হাঁ, তাইতো ! সরে যাও, সিদ্ধার্থক সরে যাও—

অর্জ্জুন—যাও, মনে থাকে যেন আমাকে ধরিয়ে দেবে ইন্দ্রদত্ত, আর তোমাকে ধরিয়ে দেব আমি।

(সিদ্ধার্থকের সম্মতি জানাইয়া প্রস্থান, অপর দিক হইতে কচগুপ্তের প্রবেশ)

কচগুপ্ত—বন্ধু ইন্দ্রদত্ত, একি! কে এ—

ইন্দ্র—যুবরাজ, এই লোকটি আমাদের শিবিরের পাশে ঘুরছিল, দেখে সন্দেহ হল, তাই শিবির মধ্যে ধরে এনেছি।

কচ—কে তুমি! তোমায় যেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বিচিত্র—এযে অর্জ্জুন! সমুদ্রগুপ্তের সেনাপতি!

অর্জ্জুন—না যুবরাজ, সেনাপতি একদিন ছিলুম·· কিন্তু এখন নয়। এখন আমি পদচ্যুত ·

কত!। চ—পদচু

অর্জ্জুন—হ্ঁা যুবরাজ, সমুদ্রগুপ্তের মনে সংশয় জেগেছে যে আমি নাকি আপনাব হিতাকাঙ্খী। এই মিথ্যা সন্দেহে তিনি আমাকে পদচ্যুত করেছেন। প্রভু কর্ত্তৃক বিতাড়িত—তাই আমি দেশত্যাগ করে যাচ্ছি। যাবার সময় যুবরাজকে মিনতি, তিনি যেন সম্রাট সমুদ্র গুপ্তকে বলেন যে অর্জ্জুন বিশ্বাসহন্তা ছিল না। যুবরাজ, বিদায়।

কচ—দেশত্যাগ করবে কেন বীর, তুমি আমার শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি বীর, বীরের মত অস্ত্রধারণ করে আমার সাহায্য কর। সম্মুখ যুদ্ধে আমন্ত্রণ বীর পুরুষ চিরকালই আদরের সঙ্গে গ্রহণ করে। ভীষ্ম তাঁর গুরু পরশুবামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তুমিও কি সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে না?

অর্জ্জুন—বেশ, তাই হোক। আমি এ প্রস্তাবে স্বীকৃত—

কচ—তবে এসো, অমাত্য হরিষেণ তোমায় যথাযোগ্য কার্য্যভার অর্পণ করবেন।

ইন্দ্র—দাঁড়ান যুবরাজ—

কচ—ইন্দ্রদত্ত—

ইন্দ্র—এ ব্যক্তি শত্রুশিবির হতে আসছে, একে এতখানি প্রত্যয় কর্ব্বার পূর্ব্বে এর পরিচ্ছেদ একবার অনুসন্ধান করে দেখা উচিত!

কচ—ছিঃ ইন্দ্রদত্ত, মানুষকে এতখানি অবিশ্বাস!

ইন্দ্র—মার্জ্জনা করবেন যুবরাজ, আমি এর পরিচ্ছেদ মধ্যে কিছু লুক্কায়িত রয়েছে লক্ষ্য করেছি ··

অর্জ্জুন—না, না, কখ্খনো না! যুবরাজ,এ অপমান··

কচ—ইন্দ্রদত্ত!

ইন্দ্র—মিথ্যা অপমান যদি করে থাকি সে জন্য শাস্তি গ্রহণেও আমি প্রস্তুত; তবু পরিচ্ছেদ অনুসন্ধান না করে আমি একে যেতে দেব না।

অর্জ্জুন—সাবধান···সাবধান···

কচ—শোনো অর্জ্জুন, ইন্দ্রদত্তের যখন সন্দেহ হয়েছে, বাধা দিও না। নিশ্চিত জেনো, মিথ্যা অপমানের প্রতিফল ইন্দ্রদত্ত পাবে। এর সঙ্গে কি বস্তু লুক্কায়িত রয়েছে দেখাও ইন্দ্রদত্ত।

অর্জ্জুন—যুবরাজ, যুবরাজ ·

ইন্দ্র—দেখতে দাও·· ছেড়ে দাও · একি! পত্র! [কয়েকখানি পত্র মিলিল। অর্জ্জুন পলায়নের ভাণ করিল; ইন্দ্র বাধা দিল] প্রহরী!

কচ—পত্র! দেখি···কি আশ্চর্য্য! গ্রীকরাজা গেণ্ডোফেরাসের নামে লিখিত সমুদ্রগুপ্তের পত্র!

ইন্দ্র—সমুদ্রগুপ্তের পত্র!

কচ—গ্রীকরাজা গেণ্ডোফেরাস সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে গোপনে সন্ধি করেছে। যুদ্ধে কৌশলে আমার পরাজয় ঘটিয়ে গ্রীকরাজা সমুদ্রগুপ্তের নিকট আমার হস্তীযূথ দাবী করেছে! সমুদ্রগুপ্ত সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়ে তাকে এই পত্র দিয়েছে!

ইন্দ্র—যুবরাজ…

কচ—দ্বিতীয় পত্র…শকরাজা রুদ্রসিংহের নামে, অনুরূপ প্রস্তাব! পরাজয় শেষে আমার সিন্ধুদেশীয় অশ্বদল পাবে রুদ্রসিংহ। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! নেপালের লিচ্ছবীরাজা, নাগবংশীয় নাগসেনেরও উল্লেখ রয়েছে। সবাই বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতকদের বাহুবলে আশ্রয় করে আমি সমুদ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি! অর্জ্জুন, যদি জীবনের আশা রাখো তাহলে বল, আরো কী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তুমি লিপ্ত।

অর্জ্জুন—আমি আর কিছু জানি না যুবরাজ—

কচ—অতি নির্ম্মম, অতি ভয়াবহ মৃত্যুদণ্ড তোমার জন্য অপেক্ষা কর্চ্চে। যদি বাঁচতে চাও, এখনও বল—

অর্জ্জুন—আমায়…আমায় জীবন ভিক্ষা দিন যুবরাজ…

কচ—শেষবার জিজ্ঞাসা কচ্ছি, এখনও বল…এ শিবিরে আর কে বিশ্বাসহন্তা—আর কে শত্রুর গুপ্তচর রয়েছে?

অর্জ্জুন—রয়েছে সিদ্ধার্থক—

কচ—সিদ্ধার্থক!

অর্জ্জুন—কামন্দকী মঠের সন্ন্যাসী বেশে এসেছে। অমাত্য হরিষেণ তাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

কচ—হরিষেণ আশ্রয় দিয়েছেন! প্রতিহারী, কামন্দকী মঠের সন্ন্যাসী।

[প্রতিহারীর প্রবেশ ও প্রস্থান]

অমাত্য হরিষেণ শত্রুর গুপ্তচরকে আশ্রয় দিয়েছেন, এ কথার অর্থ?

অর্জ্জুন—সন্ন্যাসীর হাতে যে পুঁথিপত্র রয়েছে তাই অনুসন্ধান করে দেখুন, তবেই বুঝবেন।

[সিদ্ধার্থককে লইয়া প্রতিহারীর প্রবেশ]

সিদ্ধার্থক—আমি সন্ন্যাসী, অমাত্য হরিষেণের আশ্রিত। আমায় কেন এ ভাবে…

কচ—সন্ন্যাসীর গ্রন্থাদি অন্বেষণ কর।

(প্রতিহারী অন্বেষণ করিয়া পত্র বাহির করিল)

প্রতি—একখানি পত্র ··

কচ—পত্র! অমাত্য হরিষেণের নামে সমুদ্রগুপ্তের পত্র! এও কি সম্ভব!

সিদ্ধার্থক—আমি জানি না ধর্ম্মাবতার। অমাত্য হরিষেণ আমায় পত্রখানি রাখতে দিয়েছিলেন শুধু—আমি আর কিছু জানি না—

কচ—কি লিখেছেন সমুদ্রগুপ্ত হরিষেণকে—"আপনি যুবরাজের পক্ষীয় গ্রীক, শক, লিচ্ছবী ও নাগরাজকে আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত করিয়েছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। যুবরাজের ধ্বংস সাধনের পর আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ আমার সাম্রাজ্যের সেবা করিবেন!" হুঁ! তারপর · তারপর আর কি লিখেছেন—"আপনি সত্যই বলিয়াছেন, শত্রুর শেষ রাখিতে নাই। তাই একবার মার্জ্জনা করিলেও আপনার অভিলাষ অনুযায়ী আমি যুবরাজের পত্নীপুত্রকে" ওঃ ভগবান!

ইন্দ্র—কি! কি হল যুবরাজ! আপনার পত্নী পুত্র?

কচ—নেই, নেই!

ইন্দ্র—নেই!

কচ—মহামাত্য হরিষেণের অভিলাষ অনুযায়ী তারা সমুদ্রগুপ্তের হস্তে নিহত!

ইন্দ্র—সেকি! না-না-এ অসম্ভব।

কচ—হাঁ। অসম্ভব। সত্যই অসম্ভব! একবার বল বন্ধু, এ সত্য নয়, আমি ভুল দেখেছি····তারা বেঁচে আছে; পত্র···পত্রখানা দেখি · (পত্রপাঠ) ··হাঁ, সমুদ্রগুপ্তেরই হস্তাক্ষর! এই যে, নিদর্শনের কথা

লেখা·· প্রতিহারী সন্ধান কর····ওই গ্রন্থীমধ্যে কি বস্তু লুক্কায়িত আছে সন্ধান কর— [অলঙ্কার বাহির করিল]

প্রতিহারী—দুটি অলঙ্কার।

কচ—অলঙ্কার। (অলঙ্কার দেখিয়া) হাঁ, আর অবিশ্বাস নেই। এ কণ্ঠহার আমার পত্নীর—এ অঙ্গুরীয় আমার পুত্র রাহুলের।

(কণ্ঠ রুদ্ধ হইল)

ইন্দ্র—যুবরাজ···যুবরাজ···ওই তূর্য্যধ্বনি হচ্ছে, বুঝি প্রভাত হয়ে এল। আসন্ন মহাযুদ্ধের সময় এ দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করুন।

কচ—হাঁ প্রভাত হয়েছে, যুদ্ধ আসন্ন। সব দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করব! কিন্তু তার আগে অমাত্য হরিষেণকে—

[হরিষেণের প্রবেশ]

হরিষেণ—অমাত্য হরিষেণ নিজেই এসেছে যুবরাজ, সৈন্যদল প্রস্তুত··· আপনি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে ?

কচ—সৈন্যদল প্রস্তুত ! মহামাত্য হরিষেণ, সৈন্যসজ্জা কিরূপ করেছেন ?

হরি—আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে গ্রীকরাজা গেণ্ডোফেরাস—বামে শক-নরপতি রুদ্রসিংহ এবং ঠিক সম্মুখে ও পশ্চাতভাগে থাকবেন—

কচ—নিশ্চয় নাগসেন এবং লিচ্ছবী রাজা জয়দেব ?

হরি—সত্য যুবরাজ···

কচ—চমৎকার ! মধ্যস্থলে আমি, আর চারিদিকে আমায় বেষ্টন করে থাকবেন সসৈন্যে আমার চারজন অতি বিশ্বাসী শ্রেষ্ঠ বান্ধব ! তাই নয় মহামাত্য ?

হরি—যুবরাজ, এ ব্যবস্থা কি আপনার মনঃপূত হয়নি ? সত্যই তো, এরচেয়ে শক্তিশালী মিত্রব্যূহ আর কি রচনা করতে পারি ?

কচ—না, এর চেয়ে শক্তিশালী মিত্রব্যূহ আর হতে পারে না। যুদ্ধস্থলে

এঁরা আমায় অক্লেশে বন্দী করে অর্পণ করতে পারবেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের হস্তে।

হরি—যুবরাজ!

কচ—বিশ্বাসঘাতক অমাত্য, আবাল্য তোমায় বন্ধু বলে জানতুম। অন্তরঙ্গ বন্ধু বিশ্বাসে তোমায় আমার ভাবী সাম্রাজ্যের মহামাত্যের পদ দিতুম, এমন কী প্রলোভন তুমি পেলে ওই সমুদ্রগুপ্তের নিকট যার জন্য তুমি আমার স্ত্রী পুত্রকে হত্যা করালে?

হরি—আপনার স্ত্রী পুত্রকে হত্যা করিয়েছি আমি!

কচ—হাঁ তুমি। বিশ্বাসঘাতক! ভেবেছ এখনও তোমার স্বরূপ মূর্ত্তি আমি চিনতে পারিনি? তোমার সমস্ত পরিচয় পেয়েছি ওই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর কাছে।

হরি—সন্ন্যাসী?

সিদ্ধার্থক—আমায় মার্জ্জনা করুন প্রভু, আমি শাস্তির ভয়ে সব কথা এঁকে বলতে বাধ্য হয়েছি—

হরি—কি বলেছ?

কচ—শুধু বলা নয়, আমি ওর নিকট হতে সমুদ্রগুপ্তের পত্র পেয়েছি। আমার নিহত স্ত্রী পুত্রের অলঙ্কার পেয়েছি ওই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর কাছে। প্রতিহারী, বন্দী কর এই বিশ্বাসঘাতককে।

হরি—যুবরাজ, যুবরাজ, আমায় বন্দী করতে চান বিচার করে বন্দী করুন। কিন্তু তার পূর্ব্বে আসন্ন মহাযুদ্ধ আমায় পরিচালনা করতে দিন—

কচ—অর্থাৎ মিত্ররূপী মহাশত্রুর হস্তে আমায় বন্দী করবার সুযোগ দেব —কেমন এই না?

হরি—কাকে আপনি শত্রু বলছেন?

কচ—শত্রু গ্রীকরাজ, শত্রু শকরাজ, শত্রু আমার সেই নাগসেন—মহাশত্রু আমার লিচ্ছবীরাজা জয়দেব…

হরি—অসম্ভব, এ হতে পারে না, আমার মিনতি—

কচ—দাঁড়িয়ে কি দেখছো? বন্দী করো এই বিশ্বাসঘাতককে—

(প্রতিহারী বন্দী করিল)

হরি—আমায় বন্দী কচ্চেন? করুন, কিন্তু আপনার সম্মুখে মহাবিপদ, সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে আসন্ন মহাসমর। এ সময় মিত্ররাজগণকে আপনি—

কচ—মিত্র নয়, তারা আমার ছদ্মবেশী শত্রু। যাও, একে নিয়ে যাও। শুনে যাও বিশ্বাসঘাতক, যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে ওই সব মিত্ররূপী শত্রুদের আমি বিতাড়িত করব। তার ফলে যদি যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে হয় সেও ভাল, তবু কপট মিত্রের আশ্রয় কচগুপ্ত কখনো গ্রহণ করবে না।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

সমুদ্রগুপ্তের প্রাসাদস্থ উদ্যান।

নর্ত্তকীগণের নৃত্য ও গীত

ফুল দোলে দোলা দিয়ে
ফুল ধনু সরে যায়।
নিরালায় সরে আয়
কথা কই ইসারায়॥
মদন-আতুর ঢুলু ঢুলু আঁখি-তারা
বাঞ্ছিত প্রিয় শ্যাম-প্রিয়ঙ্গু
কুমকুমে দিশে হারা।
বনে বনে আজ যৌবন শোভা জাগে,
কান্তা আনন মধু পরশন প্রিয়তম তাই মাগে।
নিবী-বন্ধন শ্লথ হয়ে আসে
কম্পন সারা গায়॥

মঞ্জুশ্রী—পত্রলেখা, কাল প্রভাতে মহাদেবী অশোক কুঞ্জে দোহদ উৎসব করবেন। তোমরা সবাই তার আয়োজন কর!

[পত্রলেখা ও সখীদের অভিবাদন করিয়া প্রস্থান]

কাঞ্চন—সে কি উৎসব মঞ্জুশ্রী?

মঞ্জুশ্রী—অশোকের দোহদ জানেন না? অশোক গাছে ফুল ফোটবার সময় হলে আমাদের কুল প্রথা আছে—রাজপুরী মধ্যে রূপেগুণে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা তাঁকে অশোক গাছের গোড়ায় পা ছোঁয়াতে হয়। আলতা-রাঙা সুন্দর পায়ের ছোঁয়া লেগে অশোক গাছ মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে—তার প্রতিশাখা আলতা-রাঙা অশোক স্তবকে ছেয়ে যায়।

কাঞ্চন—এ ভারী মজার উৎসব তো ? কিন্তু অশোক গাছে কে পা ছোঁয়াবে শুনি ?

মঞ্জুশ্রী—কেন, আপনি স্বয়ং মহাদেবী—

কাঞ্চন—উহুঁ আমার চেয়ে আমার পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে তার ঃ পায়ের ছোঁয়া পেলে অশোক তরুর আনন্দ হবে ঢের বেশী—

মঞ্জুশ্রী—মহাদেবী—

কাঞ্চন—আঃ প্রতিমুহূর্ত্তে মহাদেবী আর মহাদেবী ! এত বলি মঞ্জুশ্রী, তুমি আমার বোনের মত ···এ বাড়ীতে তুমি আমার সখী হয়ে থাকবে আমায় কাঞ্চন বলে ডাকবে তা নয়, উঠতে বসতে কেবল মহাদেবী···আর মহাদেবী !

মঞ্জুশ্রী—সখি হলেও দেবীকে যে দেবীর মর্য্যাদাই দিতে হয় ।

কাঞ্চন –হুঁ সত্যি নাকি ? বাঃ দেখ মঞ্জুশ্রী, রূপোর থালার মত কত বড় চাঁদ উঠেছে—

মঞ্জুশ্রী—আজ যে শুক্লা চতুর্দ্দশী,—

কাঞ্চন—ওঃ—

মঞ্জুশ্রী—কাল—

কাঞ্চন—কাল কী ?

মঞ্জুশ্রী—কাল যে, বৈশাখী পূর্ণিমা !

কাঞ্চন—হলই বা তাতে কি ?

মঞ্জুশ্রী –আহা, তাতে কী ?

কাঞ্চন—হুঁ দেবীকে ষোল আনা মর্য্যাদাও দেওয়া চাই, আবার দুষ্টুমীও করা চাই···তাই না ? সত্যি মঞ্জুশ্রী, এত আনন্দের মাঝখানেও আমার বুক থেকে থেকে এমন কেঁপে ওঠে কেন বলতে পারি না। চাঁদের পাশে যেমন মেঘ ভেসে বেড়ায়, তেমনি আমার আনন্দ

উৎসবের আশে পাশে কী এক অজানা ভয়, অজানা আতঙ্ক উঁকি মারছে।

মঞ্জুশ্রী—সে কি দেবী, না-না, আপনি অকারণ আশঙ্কা করবেন না! রাজ বাড়ীর চারিদিকে উৎসর আনন্দ—নিজেকে সেই উৎসবে মত্ত রাখুন!

কাঞ্চন—রাজ বাড়ীর চারিদিকে উৎসব…না?

মঞ্জুশ্রী—হ্যাঁ, সম্রাট মহাযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। অমাত্য হরিষেণ, যুবরাজ কচগুপ্ত সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেছেন। এই বিজয় উৎসবের সঙ্গে মিলিত হয়েছে—আপনাদের ভাবী মিলন উৎসব। সত্যি বলছি, পাটলাপুত্রের রাজপ্রাসাদে এত উল্লাস, এত আনন্দ আমি এর আগে কখনো দেখিনি।

কাঞ্চন—মঞ্জুশ্রী,—

মঞ্জুশ্রী—সকল উৎসবের মূল উৎস আপনি; আপনি আজ বিষণ্ণ হলে চলবে কেন? বৈশাখী পূর্ণিমা রাত্রে পট্টমহাদেবীকে বরণ করব· সখীত্বের অধিকার দিয়েছেন, সখীর যৌতুক গ্রহণ করব।

কাঞ্চন—কি যৌতুক? আমার গলার মালা?

মঞ্জুশ্রী—উহুঁ মালা নেবার অধিকারী তো স্বয়ং সম্রাট, আমরা সখী, আমরা বড় জোর দাবী করতে পারি একটা আংটী।

কাঞ্চন—আংটী এই রকম·· (হঠাৎ আংটী নাই দেখিয়া) একি?

মঞ্জুশ্রী—কি হল দেবী?

কাঞ্চন—আমার হাতের সেই রাজকীয় নিদর্শনী আংটী! ওঃ মনে পড়েছে, সেতো কাল রাত্রে দিয়ে দিয়েছি।

মঞ্জুশ্রী—কাকে?

কাঞ্চন—সে আছে একজন তুই তাকে চিনবিনে মঞ্জু! ওঃ ভালকথা, আমি যাই তার অ.সবার সময় হয়েছে।

মঞ্জুশ্রী—কার ?

কাঞ্চন—কেন ? যাকে আংটী দিয়েছি—তার ।

মঞ্জুশ্রী—মহাদেবী—

কাঞ্চন—শোন্ মঞ্জুশ্রী, তুই আমার সখী, তোকে বলছি, রাত তৃতীয় প্রহরে তার সঙ্গে রোজ লুকিয়ে দেখা করি · কিন্তু কি করে জানিনা··· রাজপুরীতে কেউ বোধ হয় টের পেয়েছে। কাল বাগানের ধারে যাচ্ছি, হঠাৎ মনে হল কে পা টিপে টিপে আমার পিছনে আসছে ! চমকে উঠে বললুম "কে ?" এক নারী মূর্ত্তি অদৃশ্য হয়ে গেল !

মঞ্জুশ্রী—কে সে নারীমূর্ত্তি ?

কাঞ্চন—ঠিক বুঝতে পারলুম না। গাছের পাতার ফাঁকে যেটুকু জ্যোৎস্না পড়েছিল তাতে মনে হল তাকে দেখতে অনেকটা বসন্ত-সেনার মত—

মঞ্জুশ্রী—রাজনটী বসন্তসেনা !

কাঞ্চন—হাঁ অনেকটা তার মত। তাই আজ রাত তৃতীয় প্রহরের আগেই তার সঙ্গে দেখা করব ঠিক করেছি। নইলে হয়ত আজও সেই নারীমূর্ত্তি আমার অনুসরণ করবে · আমাদের কথাবার্ত্তা শুনবে।

মঞ্জুশ্রী—মহাদেবী—

কাঞ্চন—কি ? বল সই ? ওঃ বুঝেছি, তার কথা জানতে চাস · না ? এখন নয়, সময় হলে সব জানবি।　　[প্রস্থান]

[অপর দিক হইতে বসন্তসেনার প্রবেশ]

বসন্ত—মঞ্জুশ্রী—

মঞ্জুশ্রী—কে ! ওঃ আপনি—

বসন্ত—আমায় দেখে চমকে ওঠার প্রয়োজন নেই, আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি !

মঞ্জুশ্রী—কি কথা শুনেছেন ?

বসন্ত—লুকোবার চেষ্টা কেরোনা মঞ্জুশ্রী, তাহলে তোমারও জীবন বিপন্ন হবে। ঐ সম্রাট আছেন। এসো, আমার সঙ্গে এই দিকে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান]

[অপর দিক দিয়া সমুদ্রগুপ্ত, অগ্নিমিত্র ও হরিষেণের প্রবেশ]

সমুদ্র—মহামাত্য হরিষেণ, যুদ্ধস্থলে কুটনীতি প্রয়োগে বিপক্ষদলের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করবার কৌশল মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যের ইতিবৃত্ত হতেই শিক্ষা করেছি। এবং সেই কুটনীতিরূপ ক্ষুরধার অস্ত্রের প্রয়োগেই আমি আপনাদের এত সহজে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছি।

হরিষেণ—সম্রাট—

সমুদ্র—এখন স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—যে আমার পত্রে বর্ণিত সকল কথাই সম্পূর্ণ মিথ্যা! মলয়কেতু কুশলে আছেন, তাঁকে আমি বিন্ধ্যাচলের শাসনভার অর্পণ করেছি। আপনার বিশ্বস্ততায় যুবরাজের আবার সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে, আমার ভ্রাতৃবধূ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রও নিরাপদে এই প্রাসাদ মধ্যেই অবস্থান কচ্ছেন! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—যুদ্ধক্ষেত্রে আহত যুবরাজকে আমি তাঁর স্ত্রী-পুত্রের কাছেই প্রেরণ করেছি! হাঁ ভাল কথা, অগ্নিমিত্র—

অগ্নি—আদেশ করুন সম্রাট—

সমুদ্র—যুবরাজ কচগুপ্ত আহত—তাঁর চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবার জন্য এখনই রাজবৈদ্য পাতঞ্জলী শাস্ত্রীকে সংবাদ দাও—

অগ্নি—আমি নিজেই রাজবৈদ্যকে নিয়ে আসছি সম্রাট— (প্রস্থান)

সমুদ্র—মহামাত্য হরিষেণ,—

হরিষেণ—আদেশ করুন সম্রাট—

সমুদ্র—আদেশ নয়, অনুরোধ। আজ যখন যুবরাজের সঙ্গে আমার সন্ধি হয়েছে, ভাইএর সঙ্গে ভাইএর যখন মিলন হয়েছে, সেক্ষেত্রে তোমাকে

কি আমি মহামত্যের পদে বরণ করলে তুমি সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করবে বন্ধু।

হরি—না সম্রাট, প্রত্যাখান করার ক্ষমতা আমার নেই। এতদিন সত্যই আপনাকে চিনতে পারিনি। আজ আপনার অন্তরের পরিচয় পেলুম, আমি মুগ্ধ, আমি বিস্মিত। অনুমতি দিন সম্রাট, এ গুণমুগ্ধ সেবক আপনার প্রশস্তি রচনা করে দিকে দিকে তা প্রচার করুক।

সমুদ্র—আমার প্রশস্তি! মহামাত্য হরিষেণ—ভঙ্গুর এ জীবন, কি হবে তার প্রশস্তি রচনায়!

হরি—বাধা দেবেন না সম্রাট, কৌশম্বীর অশোক স্তম্ভের গাত্রে আমি সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি গাথা উৎকীর্ণ করব। হয়তো আজ হতে হাজার হাজার বছর পরে এমন দিন আসবে যখন জগতের ঐতিহাসিকেরা এই ভারত সূর্য্যের জীবনী রচনার, হিন্দু স্বাধীনতার এই স্বর্ণোজ্জ্বল যুগের ইতিহাস রচনার…বহু উপাদান সংগ্রহ করবে ঐ স্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ হরিষেণের প্রশস্তি হতে।

সমুদ্র—উত্তম, আমি অনুমতি দিচ্ছি, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হোক।

(হরিষেণের প্রস্থান)

সমুদ্র—আজ মনে পড়ে মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কথা, মনে পড়ে রাজর্ষি অশোকের গৈরিক-মণ্ডিত ধর্ম্মরাজ্যের স্মৃতি। তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি অখণ্ড ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছি। গান্ধার হতে নেপাল, কাশ্মীর হতে সিংহল, সুমাত্রা, শ্যাম, বলী দ্বীপময় ভারতবর্ষ আজ আমার ছত্র ছায়াতলে সমবেত হয়ে হিন্দু-স্বাধীনতার দীপ্তিমান সূর্য্যের বন্দনা গানে রত! এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হয়েও অন্তরে আমি কত রিক্ত, কত অসহায়! সাম্রাজ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী এসেছিল, কিন্তু সে নির্ম্মম আমায় ত্যাগ করে চলে গেল। না ভাবব না, সে স্মৃতি ভাবলেও আমি পাগল হয়ে যাই।

না না আর সে স্মৃতি নয়। আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী, কাল বৈশাখী পূর্ণিমা। মঞ্জুশ্রী—

(মঞ্জুশ্রীর প্রবেশ)

মঞ্জুশ্রী—সম্রাট

সম্রাট—দেবী কাঞ্চনমালা—

(মঞ্জুশ্রী প্রস্থানোদ্যতা ; বসন্তসেনার প্রবেশ)

বসন্ত—অপেক্ষা কর মঞ্জুশ্রী, তুমি দেবী কাঞ্চনমালার সন্ধানে যেও না। অন্তরালে অবস্থান কর।

সমুদ্র—বসন্তসেনা—

বসন্ত—আমার নিবেদন আছে সম্রাট, সে নিবেদন শুনেও যদি আপনি দেবী কাঞ্চনমালার সন্ধানে মঞ্জুশ্রীকে যেতে বলেন, আমি আর বাধা দেব না। অনুগ্রহ করে মঞ্জুশ্রীকে একটুখানি বাইবে যেতে বলুন!

(সমুদ্রগুপ্তের ইঙ্গিতে মঞ্জুশ্রী বাহিবে গেল)

সমুদ্র—বল, তোমার কি বক্তব্য ?

বসন্ত—বলছি। হয়তো প্রমাণ না পেলে আপনি আমার কোন কথাই বিশ্বাস করবেন না, সেদিনও করেননি। প্রমাণ যা চান আমি তাব সবকিছু আপনার সামনে উপস্থিত করব। তাব আগে আমার বক্তব্য শুনুন—

সমুদ্র—বল।

বসন্ত—আপনি দেবী কাঞ্চনমালাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলেন ? কিন্তু তিনি অন্তঃপুরে নেই।

সমুদ্র—কোথায় তিনি ?

বসন্ত—এই উদ্যানের কোনো নভৃত স্থানে এক অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে গুপ্ত আলাপনে রত—

সমুদ্র—বসন্তসেনা !

বসন্ত—সম্রাট, স্থির হয়ে শুনুন, প্রমাণ চান অথবা স্বচক্ষে দেখতে চান, আপনার যেরূপ অভিরুচি।

সমুদ্র—উত্তম, আমি স্বচক্ষে দেখব—

বসন্ত—দাঁড়ান, সে সময এখনও অতিবাহিত হয নি। গুপ্ত আলাপন এত শীঘ্র শেষ হবে না। তার আগে আমাব আবও কিছু নিবেদন আছে।

সমুদ্র—বল—

বসন্ত—সেদিন বলছিলুম কাঞ্চনমালা বাঘবাজেব গুপ্তচব। তার ফলে আপনাব কাছে অপমানিত হযেছিলুম। তবু আজ সেই কথাই আবার সদম্ভে উচ্চাবণ কর্চ্ছি, আমি সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত কবব যে দেবী কাঞ্চনমালা আপনাব মহাশত্রুব গুপ্তচব—

সমুদ্র—কি ? কি তোমাব প্রমাণ ?

বসন্ত—মঞ্জুশ্রী—(মঞ্জুশ্রীব প্রবেশ) মঞ্জুশ্রী, সত্য বল, দেবী কাঞ্চনমালা কোথায় ? সম্রাট ওকে অভয দিন।

সমুদ্র—অভয দিলুম—বল দেবী কোথায ?

মঞ্জুশ্রী—এই উদ্যান পার্শ্বে—

সমুদ্র—সঙ্গে ?

মঞ্জুশ্রী—এক অপরিচিত ব্যক্তি।

সমুদ্র—হুঁ—

বসন্ত—সেই অপরিচিত ব্যক্তিব সঙ্গে ইতঃপূর্ব্বে কতদিন দেবী কাঞ্চনমালার সাক্ষাৎ হয়েছে ? নীবব থেকো না, বল ?

মঞ্জুশ্রী—প্রায় এক সপ্তাহ।

বসন্ত—কত রাত্রে—

মঞ্জুশ্রী—রাত্রি তৃতীয় প্রহবে।

সমুদ্র—রাত্রি তৃতীয় প্রহরে !

সমুদ্র—না, তুমি যাও অগ্নিমিত্র, আর প্রয়োজন নেই···প্রয়োজন হলেই ডাকব। যাও যাও—

[অগ্নিমিত্রের প্রস্থান ; সন্তর্পনে কাঞ্চনমালার প্রবেশ। তাহাকে দেখিযা বসন্তসেনা সরিযা গেল। কাঞ্চন সমুদ্রগুপ্তেব নিকট গেল]

কাঞ্চন—সম্রাট—

সমুদ্র—কে! ওঃ তুমি—

কাঞ্চন—আপনাব দেহ কি অসুস্থ সম্রাট।

সমুদ্র—হাঁ, অসুস্থ হযেছিলুম, এখন সব অসুস্থতা শেষ হয়েছে। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

কাঞ্চন—সম্রাট—

সমুদ্র—দেবী কাঞ্চনমালা, আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী, কালবৈশাখী পূর্ণিমা বাত্রে তোমাকে মহাদেবী পদে বরণ কবব। তাই এতক্ষণ বোধ হয সেই আসন্ন মধু যামিনীব স্মৃতি ধ্যান কর্চ্ছিলে। তাই নয দেবী কাঞ্চনমালা ?

কাঞ্চন—সম্রাট—

সমুদ্র—কি! নিরুত্তব কেন ? আমার প্রশ্নের একটা উত্তবও কি তোমার কাছে প্রত্যাশা করতে পারি না ?

কাঞ্চন—কী উত্তর দেব ?

সমুদ্র—এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি ?

কাঞ্চন—ঐ বাগানের পাশে গিয়েছিলুম।

সমুদ্র—কেন ?

কাঞ্চন—একজনের সঙ্গে দেখা করতে।

সমুদ্র—কার সঙ্গে দেখা করতে ?

কাঞ্চন—এ কথার উত্তর এখন দিতে পারব না।

সমুদ্র—কাঞ্চনমালা—

কাঞ্চন—সেদিনও তো বলেছি আপনাকে, সময় হলে সব জানবেন।

সমুদ্র—হুঁ...আমার রাজকীয় নিদর্শন অঙ্গুরীয়টী দেখি—

কাঞ্চন—সে নেই।

সমুদ্র—কেন নেই?

কাঞ্চন—আমি তাকে দিয়েছি—

সমুদ্র—কাকে দিয়েছ?

কাঞ্চন—যে এসেছিল—

সমুদ্র—কি জন্য দিয়েছ?

কাঞ্চন—সে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে, ভেতরে আসতে পারে না। তাই সে যাতে এ রাজপুরীতে প্রবেশ অধিকার পায—শুধু এই আশাতেই—

সমুদ্র—আমার সামনে দাঁড়িতে তাহলে একথা তুমি প্রকাশ্যেই বলছ যে সে এপুরীতে আসবে?

কাঞ্চন—আসবে কিনা জানি না, এলে আমি আমার সব প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব। ভগবান করুন, সে যেন সত্যই আসে।

সমুদ্র—আমিও বলছি, সে আসুক, আমি বাধা দেব না। আমি একবার সেই আগন্তুককে দেখতে চাই!

কাঞ্চন—আপনি চান, সত্যই আপনি তাকে দেখতে চান? আমি তবে যাই, তাকে নিয়ে আসি।

সমুদ্র—দাঁড়াও। সে আসবে, কিন্তু তোমায তাকে নিয়ে আসতে হবে না, সে আসবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তোমাকে এ প্রাসাদ ত্যাগ করতে হবে।

কাঞ্চন—ত্যাগ করতে হবে!

সমুদ্র—হ্যাঁ এ প্রাসাদ দ্বার আজ হতে তোমার কাছে চিররুদ্ধ!

কাঞ্চন—চিররুদ্ধ! আপনি আমায় পরিত্যাগ করছেন! না, না, এ হতে পারে না। আপনি অনর্থক উত্তেজিত হয়েছেন। সম্রাট, আমার মিনতি, আমায় আপনি বিশ্বাস করুন!

সমুদ্র—বিশ্বাস! অগাধ বিশ্বাস ভরে পথের পাশ থেকে কুড়িয়ে এনে আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী একচ্ছত্র রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাজ্ঞীর পদে বরণ করতে চেয়েছিলুম যাকে···সে আজ—সে আজ আমাকে প্রতিদানে—

কাঞ্চন—প্রতিদানে, নিঃস্ব আমি, যেটুকু সম্বল আমার আছে সবই ত আপনাকে নিবেদন করতে চাই! কাল বৈশাখী পূর্ণিমা, কাল আমি আমার দেবতার পূজায় ধূপের মত নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেব। যত কথা গোপন রেখেছি সবই কাল আপনাকে জানাব।

সমুদ্র—তোমার কোন কথাই আর গোপন নেই, কিছুই আর নূতন করে প্রকাশ করবার অপেক্ষা রাখেনা। তুমি শত্রুর গুপ্তদূতী—

কাঞ্চন—গুপ্তদূতী। আমি।

সমুদ্র—হাঁ, হাঁ, তুমি

কাঞ্চন—সম্রাট · সম্রাট···

সমুদ্র—প্রচুর অশ্রুবর্ষণ করলেই অপরাধের লাঘব হয় না ছলনাময়ী নারী! যাও, প্রাসাদ ত্যাগ কর—

কাঞ্চন—হ্যাঁ যাবো, ভালবাসার কথা তুলব না, বিশ্বাসটুকুও যখন হারিয়েছি তখন আমি চলেই যাবো! যাবার আগে একটীবার আপনার পায়ের ধুলো নেবার অধিকার টুকুতো আছে আমার!

সমুদ্র—না···তারও প্রয়োজন নেই—

কাঞ্চন—নেই! আজ সে অধিকারটুকুও আমার নেই···

সমুদ্র—না নেই, তার কারণ—

কাঞ্চন—কারণ?

সমুদ্র—তুমি বিষকন্যা!

কাঞ্চন—বিষকন্যা!! আমি!

সমুদ্র—হাঁ তুমি। পাতঞ্জলী শাস্ত্রী তোমায় বিষকন্যায় রূপান্তরিত করেছিল! আমার মৃত্যুরূপিনীর স্বরূপ মূর্ত্তি যদি কখনো আমার কাছে

প্রকাশ করে দেয় এই নিমিত্ত সেই পাতঞ্জলী শাস্ত্রীকে বাঘরাজ নিহত করেছে।

কাঞ্চন—পাতঞ্জলী শাস্ত্রী নিহত—আমার জন্য··

সমুদ্র—হাঁ, তোমার জন্য! শুধু তোমার জন্যই ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বিষ চিকিৎসককে ছুরিকাঘাতে নির্ম্মম মৃত্যু বরণ করতে হল!

কাঞ্চন—ওঃ, আর কিছু বলবার নেই। আমি যাচ্ছি।

[বিক্রমের প্রবেশ]

বিক্রম—দাঁড়াও—

সমুদ্র—কে! কে তুমি!

কাঞ্চন—একি! বিক্রম! তুমি এখানে!

বিক্রম—তোমাব আংটীর সাহায্যে প্রবেশ করেছি! কাঞ্চন মাসী, আমাব সঙ্গে চলে এসো—

সমুদ্র—দাঁড়াও একটু দেখি, বালক, তোমাব মুখখানি একটীবাব ভাল করে দেখিতো! এই চোখ · এই মুখ · এই দুটি ওষ্ঠ··

বিক্রম—আঃ চলে এস—(কাঞ্চনের হাত ধরিল)

সমুদ্র—না· না···যেযোনা আব একটু···

কাঞ্চন—বিক্রম···বিক্রম, একটু দাঁড়াও ·

বিক্রম—কেন দাঁড়াব! কোথায় দাঁড়াব! আমার মাসীকে, মায়ের মত ভালবাসি, যাকে—সেই মাসীকে—সেই আমার মাকে—যে গৃহ হতে মিথ্যা অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে বিদেয় হতে হয়—সে গৃহ পাটলীপুত্রেব প্রাসাদ কেন, যদি ইন্দ্রের অমরাবতীও হয়, সে অমরাবতী ত্যাগ করে মাকে নিয়ে আমি নরকে যেতেও প্রস্তুত আছি। এসো—

[কাঞ্চন ও বিক্রমের প্রস্থান]

সমুদ্র—কিশোর বালক, ওরে যাসনি···শোন! চলে গেল, স্বপ্ন দৃষ্ট

ছায়ার মত মিলিয়ে গেল ! হোক স্বপ্ন, তবু ওই স্বপ্ন মূর্ত্তিকে আমি বন্দী করবো। অগ্নিমিত্র, অর্জ্জুন,—

(অর্জ্জুন ও অগ্নিমিত্রের প্রবেশ)

উভয়ে—সম্রাট—

সমুদ্র—ওই বালক····ওই কিশোর বালককে···

অর্জ্জুন—বন্দী করব ?

সমুদ্র—হাঁ বন্দী কর। কিন্তু কোথায় বন্দী করবে জানো ? লৌহ শৃঙ্খল ওর হাত হতে ঝণ ঝণ করে খুলে পড়বে, কারাগারের পাষাণ কবাট ওই মায়াবীর যাদুস্পর্শে আপনা হতে মুক্ত হবে। লক্ষ প্রহরী ওকে রুখ্‌তে পারবে না, দিগ্বিজয়ী সম্রাটের শাসনকে ও মানবে না। ঐ চির বিদ্রোহীকে বন্দী করে রাখবার একমাত্র স্থান ·· এই উদ্বেলিত হৃদয় কারাগার।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহাকান্তাব। বাঘবাজেব বাড়ী।

কালিদাস—

বৈদেহি পশ্যামলযাদ্বিভক্তং।
মৎ সেতুনা ফেনিলম্বুবাশিম্॥
ছাযা পথেনেব শবং প্রসন্নম্।
আকাশমাবিষ্কৃত চাক তাবম্॥
গুরুর্যিযক্ষো কপিলেনমেধ্যে।
বসাতলং সক্রমিতে তুরঙ্গে॥
তদর্থমুর্বীমবদাবযদ্ভিঃ।
পূর্ব্বৈঃ কিলাযং পরিবর্দ্ধিতো নঃ॥

বিক্রম—এ তো গান হচ্ছে না, এ যেন পূজা—হাঁ যেন দেবতার পূজা হচ্ছে পথ দিযে গান গেয়ে যাচ্ছিলে—মনে হল যেন আকাশে বাতাসে বীণাব ঝঙ্কাব উঠছে! তাই ছুটে গেলুম তোমার কাছে। তুমি কে ভাই?

কালিদাস—আমি কালিদাস।

বিক্রম—কালিদাস! ওঃ, আর আমায় চেননা তো, আমি বিক্রম।

কালিদাস—বিক্রম, আমি তোমায় চিনি।

বিক্রম—কেমন করে চিনলে? আমায় তো আগে কথনো দেথনি?

কালিদাস—কেমন করে আর চিনব, মা চিনিয়ে দিয়েছেন।

বিক্রম—মা!

কালিদাস—হাঁ তোমাকে চিনেছি সেই মাযেব কৃপায, যে মা মূর্খ কালিদাসেব কণ্ঠে, কালিদাসের জিহ্বায স্বযং সরস্বতী মূর্ত্তিতে অবস্থান কর্চ্ছেন।

বিক্রম—কি বলছ তুমি! তুমি মূর্খ—

কালি—সত্যই অতি মূর্খ কালিদাস! এমন মূর্খ যে একদিন বনে কাঠ কাটতে গিযে যে ডালে বসেছিলুম সেই ডালেই কুঠাবাঘাত কর্চ্ছিলুম। কযেকজন পথিক আমায সতর্ক করে দেয। তাবা আমায সঙ্গে কবে নিয়ে গেল। আমি মহাপণ্ডিত এই পবিচয দিযে এক বিদূষী রাজকন্যাব সঙ্গে আমাব বিবাহ দিল।

বিক্রম—তাবপব তারপব!

কালি—তাবপব আর কি? তাবচ্চ শোভতে মূর্খঃ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে। যতক্ষণ কথা বলিনি, ধরাও পডিনি। কিন্তু বাডীব পাশে একটা উঁট ডাকছে শুনে রাজকন্যা বললেন, "ওকি ডাকছে?" শুদ্ধ ভাষায বললুম, "উষ্ট"।

বিক্রম—উষ্ট! না উষ্ট্র!

কালি—উষ্ট্র যদি বলতে পাবতুম—তবে আব ভাবনা কি? উষ্ট শুনেই রাজকন্যা আমাব বিদ্যা বুঝে আমার ওপর রুষ্ট হলেন। আমি তখন তাডাতাডি বললুম, "না, না, ভুল হযেছে। ওটা উষ্ট নয—উট্‌ট, উট্‌ট!"

বিক্রম—হাঃ হাঃ হাঃ, একবাব উষ্ট—একবার উট্‌ট। তারপর—তারপব?

কালি—তারপব আব কি? রাজকন্যা আমায দুব করে তাডিযে দিলেন। আমার মত গণ্ড মূর্খের জীবন ধারণ বৃথা। গভীর অরণ্যে গিযে আত্মহত্যা করব ··এমন সময় মা আমায় কৃপা করে দেখা দিলেন।

বিক্রম—মা—

কালি—হাঁ স্বয়ং বাগ্দেবী সরস্বতী। মা বললেন,"কালিদাস, সম্মুখে সারস্বত-

কুণ্ড! ঐ জলে স্নান করে এসো।" জলে নামলুম, ডুব দিলুম। মা জিজ্ঞাসা করলেন—"কী পেলে?" আমি বললুম—"পঙ্ক।" "আবার ডুব দাও, দেখ, এবার কী পাও।" এবারও পঙ্ক। "খোঁজ, এবার দেখ কি পাও।" তৃতীয় বারে পেলুম—একটি পঙ্কজ।

বিক্রম—পঙ্কজ! পদ্ম?

কালি—হাঁ, মায়ের আদেশে সেই পদ্ম দিয়ে মায়ের পূজা দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে ভাবতেও আমার সর্ব্ব দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে আসে • মা আমার মস্তক স্পর্শ করলেন • অমনি বীণা বাদিণী সরস্বতীর স্বর্গীয় বীণার ঝঙ্কার যেন আমার প্রতি রক্ত বিন্দু মাঝে সঞ্চারিত হয়ে উঠল। সে কী অলৌকিক উন্মাদনা! সে কী অপূর্ব্ব শিহরণ! অতি মূর্খ কালিদাসের কণ্ঠে মূর্ত্তিমতী বাগ্দেবীর কৃপায় ছন্দে ছন্দে জেগে উঠল মাতৃ স্তুতি গান।

বিক্রম—কালিদাস কালিদাস

কালি—মায়ের আদেশে বারাণসী ধামে যাচ্ছি—বিষ্ণুশর্ম্মার কাছে সর্ব্ব শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে। আজ তবে যাই ভাই।

বিক্রম - এখনি চলে যাবে! কিন্তু তোমায় যেতে দিতে ইচ্ছা করে না।

কালি—আমারও তোমায় ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না ভাই। আমি আবার তোমার কাছে আসব।

বিক্রম—সত্যি আসবে তো?

কালি—আসব বই কি ভাই, তোমার কাছে যে আমি আশ্রয় নেব।

বিক্রম—আশ্রয়! আমার কাছে! তুমি সরস্বতীর বরপুত্র, আর আমি এই বনের অতি সামান্য ··

কালি – না, তুমি সামান্য নও। জিহ্বাগ্রে যার মূর্ত্তিমতী সরস্বতী বিরাজ করেন—সেই কালিদাস বলছে—শোনো বিক্রম, তুমি ভাবী ভারতবর্ষের চক্রবর্ত্তী রাজা—

বিক্রম—চক্রবর্ত্তী রাজা ! আমি—

কালি—হাঁ তুমি·· তোমারি আশ্রয়ে থেকে কালিদাস তার মহাকাব্যরাজি রচনা করবে। শুধু কালিদাস নয়·· জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের আবাহন করে এনে গঠন করবে তুমি অপরূপ নবরত্ন সভা। যাবার আগে বলে যাই, শোনো, এ বিক্রম শুধু বনবাসী বিক্রম থাকবে না·· এ হবে ভারত আকাশের দীপ্তিমান মধ্যসূর্য্য বিক্রমআদিত্য। [প্রস্থান]

বিক্রম—কালিদাস, শোনো, শোনো। চলে গেল। কী বলে গেল ? আমি হব বিক্রম-আদিত্য। সারা ভারতবর্ষের চক্রবর্ত্তী রাজা আমি !!! না না এযে অসম্ভব ? কিন্তু কালিদাসের কণ্ঠে স্বয়ং বাগ্দেবী অধিষ্ঠান করেন। তার মুখ হতে কখনো তো মিথ্যা কথা উচ্চারিত হতে পারে না। আমি নিশ্চয়ই ভাবী কালের ভারত সম্রাট ! কিন্তু ভাবছি সে কি করে হব ! হাঁ এইবার বুঝেছি। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সসৈন্যে এসেছে আমাদের মহাকান্তার আক্রমণ করতে। এই যুদ্ধে আমি সমুদ্রগুপ্তকে পরাজিত করে ভারত সম্রাট হব। [পদ্মাবতীর প্রবেশ]

পদ্মা—বিক্রম !

বিক্রম—মা, তুমি আমায় তখন নিষেধ করছিলে, কিন্তু আমি শুনব না। কালকের যুদ্ধে আমাকে যেতেই হবে।

পদ্মা—না—সে হবে না।

বিক্রম—কেন ?

পদ্মা—তোমার পিতার নিষেধ।

বিক্রম—পিতার নিষেধ ! পিতা কেন এমন অন্যায় নিষেধ করবেন। দুরন্ত শত্রু আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। সারা মহাকান্তার-বাসী শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে, আর আমি কি এমনি অনুপযুক্ত, এমনি ভীরু কাপুরুষ যে দেশের এ সঙ্কট সময়েও

আমি শিশুর মত মায়ের আঁচল ধরে ঘরে বসে থাকবো ! তোমার এ অযোগ্য সন্তানের দেশের জন্য অস্ত্র ধারণ করার অধিকার টুকুও নেই মা ?

পদ্মা—দুঃখ করিসনে বিক্রম ! শৌর্য্যে বীর্য্যে মহাকান্তার কেন …বোধ হয় সারা ভারতবর্ষেও আমার পুত্রের চেয়ে বীরপুরুষ আর দুটী আছে কি না জানি না। সে জন্য নয় বিক্রম, তোর পিতা তোকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেছেন অন্য কারণে—

বিক্রম—কী সে কারণ ?

পদ্মা—তিনি চান না যে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ হয়।

বিক্রম—কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো আমার সাক্ষাৎ হয়েছে ! পাটলীপুত্রের প্রাসাদ হতে যেদিন কাঞ্চন মাসিকে নিয়ে আসি সেই দিনই তো সম্রাটকে আমি দেখেছি—

পদ্মা—সেই তো ভয়। একবার পরস্পরে দেখা না হলে হয় তো তোকে এবার যুদ্ধে যেতে ডাকতেন। কিন্তু এবার যখন দেখা হয়েছে, তখন আর নয়…আর তোকে আমরা তার সামনে যেতে দিতে পারি না।

বিক্রম—কেন মা ? এ সব কথার অর্থ কি ?

পদ্মা—বিক্রম !

বিক্রম—বল মা, সম্রাটকে সেদিন যখন তিরস্কার করে এলুম তিনিও আমায় দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলেন—সব তিরস্কার নীরবে সহ্য করে…আমার মুখের পানে জলভরা চোখে তাকাতে লাগলেন। তোমরাও আমার মুখে তাঁর নাম শুনলেই শিউরে ওঠ—আমাকে তাঁর সামনে যেতে দিতে চাও না। এসব কি ? কি রহস্য তোমরা আমায় লুকোচ্ছো—আমায় বল মা…বল

পদ্মা—বিক্রম, কি বলব ?

বিক্রম—কেন আমায় সম্রাটের সামনে যেতে দিতে চাও না ?

পদ্মা – ভয় হয়·· সম্রাট এবার দেখলেই তোকে কেড়ে নেবে।

বিক্রম—কেড়ে নেবে !

পদ্মা—হাঁ, তোকে হারাবো শুধু এই ভয়ে··

[মন্ত্ররাজের প্রবেশ]

মন্ত্ররাজ—হাঃ হাঃ হাঃ ! ছেলে হাবাবে ভয কচ্ছ রাণী ? তুমি ছেলেকে হারাতে বসেছ। ও ছেলে তোমাব গেছে।

পদ্মা—মন্ত্ররাজ !

মন্ত্র—যাবে না ! আঘাত দিলে তার প্রতিঘাত বুঝি বাজে না ? এখনও ধর্ম্ম আছে, এখনও আকাশে চন্দ্রসূর্য্য ওঠে, এখনো দিনেব পব রাত হয়···বুকের ভেতর পুত্র শোকের চিতা জ্বেলে দিলে নিজেব বুকে পুত্র শোকেব জ্বালা ভোগ কবতে হয !

পদ্মা—কি ! কি বলছ তুমি ! কে কাকে পুত্র শোক দিয়েছে ?

মন্ত্র—দিযেছো তোমরা·· দিয়েছে তোমার স্বামী ! কাকে দিয়েছে ? দিয়েছে এই হতভাগা মন্ত্ররাজকে !

বিক্রম—সেকি ! তোমার পুত্র !

মন্ত্র—পুত্র নেই, পত্নী নেই ! আজ আমি সব হারিয়েছি !

পদ্মা—মন্ত্ররাজ ! মন্ত্ররাজ !

মন্ত্র—তোমরা সব পার, তোমাদের দিয়ে কিছু অবিশ্বাস নাই। নইলে আমার মায়ের পেটের বোন কাঞ্চন, এত আদরের কাঞ্চনমালা আমার···যে আজ সারা ভারতবর্ষের রাজরাণী হত, তাকে তোমাদেরই দেওয়া মিথ্যা অপবাদ নিয়ে রাজপুরী হতে বেরিয়ে আসতে হল। কাঞ্চনমালা আমার পাগলিনীর মত কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। এত ডাকি···ঘরে আসে না · বনে বনে ঘুরে বেড়ায়···বনের পশুপাখী তার

দুঃখে চোখের জল ফলে ! আর বাঘরাজ···তার মনে এখনও দয়া মায়া নেই ! সে খুঁজে বেড়ায় আমার বোনকে হত্যা করবার জন্য !

বিক্রম—মন্ত্ররাজ !

মন্ত্র—বোনকে বন পথে দেখে, গিয়েছিলুম তাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনতে। কতদিন হয়তো উপবাসী · ডেকে এনে পাশে বসিয়ে দুটো ভাত খেতে দেব ভেবেছিলুম। সে এল না—বলল, দাদা, ভগবান আমার ঘর ভেঙ্গেছেন। আমি ঘরে যাবো না। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলুম একা। বাড়ীর কাছে এসেছি, হঠাৎ শুনলুম আর্ত্তনাদ। ছুটে গেলুম, ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি রক্তের সাগরে ভাসছে আমার শিশু সন্তান, ভাসছে আমার হতভাগিনী স্ত্রী। রক্তমাখা ছুরী হাতে অট্ট হাসি হেসে বেরিয়ে গেল আততায়ী বাঘরাজ !

পদ্মা—ওঃ ভগবান ! একি করলে ভগবান !

মন্ত্র—ভগবান ! হাঁ ভগবানকে ডাক। ঘুমন্ত ভগবান জেগে উঠুক, তারপর আমার বুক যেমন শূন্য হয়ে গেছে···তেমনি করে তোমারও বুক শূন্য করে দিক।

পদ্মা—না···না···

মন্ত্র—হাঁ, হাঁ, হারাবে···ওই ছেলে তুমি হারাবে। ওই বিক্রম তোমার বুক শূন্য করে চলে যাবে···আর আমি তাই দেখে প্রতিহিংসার অট্টহাসি হাসব। হাঃ হাঃ হাঃ !

[প্রস্থান]

পদ্মা—মন্ত্ররাজ···মন্ত্ররাজ !

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহাকান্তার, মহানদীর তীরস্থ বনভূমি।

[কাঞ্চন একাকী গান গাহিতেছিল]

জীবন শুকায়ে যায় ঝরে যায় শতদল
নয়নের কোণে কেন আঁখি জল টলমল!
দুঃখের দহনে ধূপ সম জ্বলি নিঃশেষ হয়ে যাই
দেবতা তোমার মন্দিরতলে তুমি নাই তুমি নাই!
বিরহিনী রাধা প্রেম যমুনায়
কাঁদে চির চঞ্চল।

[গানের শেষে পদ্মাবতীর প্রবেশ]

পদ্মা—কাঞ্চন,—

কাঞ্চন—কে! ওঃ রাণী,—

পদ্মা—রাণী বলছিস কেন কাঞ্চন? জানি, তোর কাছে আমরা যে অপরাধ করেছি তার সীমা পরিসীমা নেই, কিন্তু তা বলে আমায় এতকাল যে দিদি বলে ডাকতিস্ তোর সেই দিদি হবার অধিকারটুকুও কী আমার নেই বোন?

কাঞ্চন—বেশ, তুমি যদি খুসী হও, আমি দিদি বলেই ডাকব। কিন্তু ভাবছি, সংসারে যার কোন বন্ধন নেই আজ তার কাছে এ স্নেহের সম্পর্কের দাবী কেন?

পদ্মা—কাঞ্চন,—

কাঞ্চন—বলো দিদি—

পদ্মা—আচ্ছা, তুই কি আমাকে ক্ষমা করতে পারিস্ নে বোন্—?

কাঞ্চন—একথা কেন বলছ, তুমিতো কোন অন্যায় করনি!

পদ্মা—হযতো জ্ঞানতঃ আমি নিজে কিছু করিনি। কিন্তু আমাব স্বামী! তিনি যে মহা অপরাধ করেছেন, তোকে বঞ্চনা কবে যে মহাপাতক কবেছেন!—স্বামীব অপবাধ আজ বিধাতাব অভিশাপরূপে নেমে আসছে, আমাব সংসারকে পুডিযে ছাই কবে দিতে। এ মহাসঙ্কট সময তোব মার্জ্জনা পেলে হয়তো আমাব স্বামীব একটুখানি কল্যাণ হলেও হতে পাবে। পাববিনে পাববিনে বোন, তাঁকে মার্জ্জনা কবতে?

কাঞ্চন—আমায় বিশ্বাস কবো দিদি, জগতে কাক ওপব আমাব আব এতুটুকুও বাগ নেই, বিদ্বেষ নেই। তবু তুমি যা করতে বল আমি তাই কবব।

পদ্মা—কববি বোন্? তবে শোন্—সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সসৈন্যে এসেছেন আমাদেব মহাকান্তাব গ্রাস কবতে। নদীব ওধাবে তাঁব ছাউনী পড়েছে, দেখেছিসতো?

কাঞ্চন—হুঁ, তুমি বল—

পদ্মা—কাল প্রভাতে ভীষণ যুদ্ধ আবম্ভ হবে। আমি জানি, এ যুদ্ধে আমাব স্বামীব নিস্তার নেই। মহাপাপেব ফল তাঁকে ভোগ কবতেই হবে। তবু যুদ্ধ যাত্রার আগে তিনি যদি তোব মার্জ্জনা পান, সে হবে আমাব পবম সান্ত্বনা। তোব মার্জ্জনা পাবাব জন্য আমাকে যা কিছু ত্যাগ কবতে হয—যে মূল্য দিতে হয আমি তা দিতে প্রস্তুত!

কাঞ্চন—মূল্য!

পদ্মা—হাঁ, আমাব জীবনের অতি প্রিয়, অতি মূল্যবান বস্তু যা—

কাঞ্চন—কি· কি সে দিদি?

পদ্মা—সেই চন্দ্র চিহ্নিত হীরকেব কথা মনে পড়ে!

কাঞ্চন—হাঁ,

পদ্মা—কতবার জিজ্ঞাসা করেছিস, বলিনি , আজ সেই হীরকের সব কথা তোকে বলব—

কাঞ্চন—বলবে। সত্যি…

পদ্মা—হাঁ, শোন কিন্তু মনে হচ্ছে কারা এদিকে আসছে যেন ··

কাঞ্চন—কারা ! একি ! দিদি ! দিদি

পদ্মা—কি বোন…

কাঞ্চন না কিছু না …এখানে নয় ·· পালিয়ে এস, চলে এস এখান থেকে।

[উভয়ের প্রস্থান

[সমুদ্রগুপ্ত ও অগ্নিমিত্রের প্রবেশ]

সমুদ্র—অগ্নিমিত্র, আমরা মহাকান্তার জয় করতে এসেছি। আমাদের সৈনিকরা তাই মহাকান্তারের প্রতিটি পথ ঘাট অবরোধ করে বসে আছে। তারা এক ব্রাহ্মণকে নগরের বাইরে যেতে বাধা দিচ্ছিল, পরিচয় জানলুম, তিনি মহাকবি কালিদাস।

অগ্নি—মহাকবি কালিদাস !

সমুদ্র—হাঁ তিনি বারানসীতে বিষ্ণুশর্ম্মার নিকট যাচ্ছেন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে। মহাকবিকে সসম্মানে নগরের বাইরে পৌছে দাও।

অগ্নি—যথা আজ্ঞা সম্রাট।

[প্রস্থান]

সমুদ্র—মহাকবি বলে গেলেন · আরও গভীর তর দুঃখ, আরও নিবিড়-তম বেদনা আমার জন্য অপেক্ষা কচ্ছে ! বাগ্দেবী যাঁর কণ্ঠে অবস্থান করেন, সেই সত্যদ্রষ্টা কবির বাণী সেতো মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু কি সে দুঃখ ! কি সে বেদনা !

[নেপথ্যে কাঞ্চন—"উদয়ন" "উদয়ন"]

কে ! ও নাম ধরে কে ডাকে ! একি স্বপ্ন কর্ণে অন্তরের প্রসুপ্ত

কামনার চিরপরিচিত আহ্বান ধ্বনি· জেগে উঠল ! কে···কে তুমি ? এ কি !

[কাঞ্চনের প্রবেশ]

কাঞ্চন ! সত্যই তুমি ! না তোমার স্বপ্ন মূর্ত্তি ?

কাঞ্চন—উদয়ন, আমি সত্য নই·· আমি স্বপ্নমূর্ত্তি—

সমুদ্র—স্বপ্নমূর্ত্তি···

কাঞ্চন—হাঁ, চির বিদায় নিয়ে চলে যাবার আগে—স্বপ্ন ঘোরে এসেছি তোমায় একটীবার দেখে যেতে শুধু !

সমুদ্র—চলে যাবে, কোথায় ?

কাঞ্চন—সেই দেশে, যেখান হতে কেউ আর ফিরে আসেনা—

সমুদ্র—তুমি একি বলছ কাঞ্চন., তোমার দেহ কাঁপছে, কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসছে, সারা মুখ নীল হয়ে গেছে—তোমার কি হয়েছে·· কাঞ্চন ·· শীঘ্র বল তুমি কি করেছ ?

কাঞ্চন—আমি···আমি বিষ পান করেছি—

সমুদ্র—বিষ পান !

কাঞ্চন—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম এ জীবনে তোমার সামনে আসব না। তোমায় দূর হতে দেখে বড় লোভ হল, একটীবার কাছে আসতে ইচ্ছা হল। তাই মৃত্যুকে সঙ্গ করে, মৃত্যুকে সাক্ষী রেখে, শেষবার দেখা করতে এলুম···

সমুদ্র—কাঞ্চন···কাঞ্চন,···

কাঞ্চন—বিষ পান করেছি, সে বিষ তো হজম হল না···সারা দেহে বিষ-জ্বালা ছড়িয়ে পড়ল। বিষ আমি হজম করতে পারিনি····এবার তো বুঝলে উদয়ন, আমি তোমায় ভালবেসেই গিয়েছিলুম—বিষকন্যা হয়ে তোমার প্রতারণা করতে যাইনি।

সমুদ্র—তুমি চুপ কর কাঞ্চন। এ আর আমি শুনতে পারিনে।

বাঘ—কে ! সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ! চোরের মত রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে আমার প্রাসাদ মঞ্চে তোমাদের এই অনধিকার প্রবেশ—আমাকে অতর্কিতে এভাবে বন্দী করা……এর হেতু জানতে পারি কি সম্রাট !

সমুদ্র—আমি এসেছি তোমার অপরাধের বিচার করতে !

বাঘ—বিচার ? কি আমার অপরাধ !

সমুদ্র—আমার পুত্রকে অপহরণ করবার অপরাধ !

বাঘ—কে তোমার পুত্রকে অপহরণ করেছে !

সমুদ্র—করেছ তুমি !

বাঘ—কখনো না—

সমুদ্র—কখনো না ? বাঘরাজ, স্মরণ রেখো, আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে এই মুহূর্তে আমি তোমায়—

বাঘ—বধ করবে ? আমায় বধ করলে যে কথা জানতে চাইছ সে কথা আর তোমার জানা হবে না ।

সমুদ্র—শুধু সেই জন্যই তোমার মস্তক এখনো স্কন্ধচ্যুত হয়নি—এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি…বল বলবে কি না !

বাঘ—না !

সমুদ্র—না ! উত্তম, স্বেচ্ছায় না বল, আমি অত্যাচারে অত্যাচারে তোমায় জর্জ্জরিত কর্ব …উত্তপ্ত লৌহ শলাকা তোমার দেহে বিদ্ধ করব, তাতেও যদি তোমার মুখ হতে সত্য কথা প্রকাশিত না হয়, তাহলে ঐ কণ্ঠ আমি গলিত শীসক পিণ্ড ঢেলে চিরতরে অবরুদ্ধ করব । যাও, একে নিয়ে যাও ।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা—সম্রাট ! সম্রাট !

সমুদ্র—কে !

বাঘ—এ কি ! রাণী !

পদ্মা—আমি বলছি সম্রাট, ওঁকে মুক্তি দিন, যা বলবার আমি বলছি।

বাঘ—রাণী—রাণী……

পদ্মা—নিষেধ করোনা, আমায় বলতে দাও, এত অপরাধ আর লুকিয়ে রাখতে পারি না। আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

বাঘ—না, তুমি নও। সত্যই যদি বলতে হয় তুমি নও, সে বলছি আমি। সম্রাট, পনের বছর আগে আপনার সম্রাজ্ঞী সমুদ্রতীরে তীর্থ ভ্রমণ করতে এসেছিলেন?

সমুদ্র—হাঁ, সঙ্গে ছিল আমার শিশুপুত্র আর তাদের জাহাজের রক্ষক ছিল ঐ সেনাপতি অগ্নিমিত্র।

বাঘ—আঁ! হাঁ, হ্যাঁ, তুমিই বটে। মনে পড়ে সেনাপতি অগ্নিমিত্র, ঝড়ের রাতে তোমাদের জাহাজ দস্যুতে আক্রমণ করেছিল

অগ্নি—হাঁ, মনে আছে। সে ভীষণ ঝড়ের রাতে দিগভ্রষ্ট হয়ে সশস্ত্ররক্ষী-পূর্ণ জাহাজগুলি সমুদ্র মধ্যে হারিয়ে গেল। মাত্র জন কতক সঙ্গী নিয়ে আমি মহাদেবী ও কুমারের পাশে ছিলুম, জল দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হলেম, কিন্তু তাদের রুখতে পারি নি। বিদ্যুৎ গতিতে তারা আমাদের জাহাজে লাফিয়ে পড়ল, ঘুমন্ত কুমারকে তার ধাত্রীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে—

বাঘ—সমুদ্রে ফেলে দিলে। তাই না!

অগ্নি—হ্যাঁ।

বাঘ—হাঃ হাঃ হাঃ। তুমি দেখেছ, সম্রাজ্ঞী দেখেছেন, তোমাদের জাহাজের প্রতিটী রক্ষী দেখেছে যে দস্যু সর্দার শিশুকে জলে ফেলে দিচ্ছে। হ্যাঁ আমিও স্বীকার করছি, জলেতে শিশুকে… ফেলেছিলুম।

পদ্মা—স্বামী স্বামী—

বাঘ—সম্রাট, যাকে জলে ফেলেছিলুম সে তোমার সন্তান নয়। সে সন্তান আমার।

সমুদ্র—তোমার !

পদ্মা—দেশে মহামারী লেগেছিল ! মহামারী রাক্ষসী আমার শিশু সন্তানকে, আমার একমাত্র আদরের নিধিকে আমার বুক হতে কেড়ে নিল ! আর্ত্তনাদ করে মাটীতে লুটিয়ে পড়লুম। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম !

বাঘ—সে দৃশ্য সহ্য হলনা সম্রাট ! ওর জ্ঞান ফেরবার আগেই—সন্তানের শবদেহ নিয়ে ছুটে এলুম চিতায় তুলে দেব বলে। এমন সময় দেখি, তটে কাদের জাহাজ ভিড়েছে। সেই জাহাজে এক ফুলের মত শিশু মার কোলে খেলা কর্চ্ছে ! মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। পুত্রের শবদেহ চিতায় তুললুম না, লুকিয়ে রাখলুম গভীর বনের অন্ধকারে। ভগবান দিলেন পরম সুযোগ, উঠল মহাঝড়। সঙ্কেত করে ডাকলুম আমার সশস্ত্র অনুচরদের। সেই ঝড়ের মধ্যে জাহাজ আক্রমণ করলুম। সম্রাটপুত্রকে বিদ্যুত গতিতে কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে সরিয়ে দিলুম, তার পরিবর্ত্তে সবার চোখের সামনে জলে ফেলে দিলুম আমার সন্তানকে। নিশ্চিত বিশ্বাস হল সবার·· সম্রাট পুত্রকে অপহরণ করা হয়নি·· জলে ফেলে হত্যা করা হয়েছে।

(বিক্রমের প্রবেশ)

বিক্রম—হত্যা করা হয়েছে ! কাকে হত্যা করে—একি

সমুদ্র—কে ! সেই ··সেই কিশোর বালক ! তবে কি—তবে কি···বাঘরাজ, ···একটীবার বল বাঘরাজ না না কিছু বলনা·· তোমায় কিছু বলতে হবে না···আমি বলছি, আমার সারা অন্তর বলছে···এ বালক···এই মধুমূর্ত্তি কিশোর বালক···বাঘরাজ···সত্যি ? আমার উদ্বেলিত অন্তর হতে যে কথা আজ মুখরিত হয়ে উঠছে···বল ··একটীবার বল যে সে কথা সত্য ?

বাঘ—সত্য সম্রাট।

সমুদ্র—সত্য ! তবে এ বালক ?

বাঘ—তোমার সন্তান।

বিক্রম—সেকি !

সমুদ্র—আমার সন্তান ! আমার পনের বছর আগে হারিয়ে যাওয়া একমাত্র বংশধর ! ওরে পুত্র ! ওরে চন্দ্রগুপ্ত ! কাছে আয়·· আমার কাছে আয়। আঃ জুড়িয়ে গেল · বুক আমার জুড়িয়ে গেল !

অগ্নি—সম্রাট—

সমুদ্র—দেখছ কি অগ্নিমিত্র; ওদের জয়বাদ্য বাজাতে বল ! মহোৎসব করে স্বর্ণরথে তুলে নিয়ে চলো ভারতের ভাবী সম্রাটকে পাটলীপুত্রের রাজ প্রাসাদে ! চলে এসো কুমার—চলে এসো চন্দ্রগুপ্ত—সারা ভারতবর্ষ আজ তোমার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা কচ্ছে। এসো, এসো পুত্র ·

বিক্রম—আমি যাবো ? কিন্তু আমার মা—-

সমুদ্র—তোমার মা ?

বিক্রম—মাগো, কথা বলছ না কেন ? তুমি মাথা নত করে দাঁড়িয়ে কেন ?

পদ্মা—কি বলব ? বনের ভিখারী ছিলে, বনের ফল মূল খাইয়ে তোমায় মানুষ করেছি—আজ তুমি রাজ রাজেশ্বর। আর আমি তোমায় পেয়ে পুত্র শোক ভুলে ছিলুম · তোমায় বুকে নিয়ে রাজ্যেশ্বরী হয়ে ছিলুম—আজ আজ আবার সেই পুত্রহারা, সর্ব্বহারা, ভিখারিণী আমি।

বিক্রম—না, মা, তোমায় ভিখারিণী করে আমি কোথাও যাব না। সারা ভারতবর্ষের রাজত্ব পেলেও আমি আমার মাকে ত্যাগ করব না।

সমুদ্র—ত্যাগ করতে হবে না চন্দ্রগুপ্ত, তোমার মাকে ত্যাগ করতে হবে না !

পদ্মা—সম্রাট—

সমুদ্র—দেবী, আমি পুত্রকে পেয়ে আনন্দে আত্মবিস্মৃত হয়েছিলুম। তাই তোমার কথা তখন ভাবিনি। নিশ্চিন্ত হও দেবী, তোমার পুত্র পাটলীপুত্রে যাবে না, প্রয়োজন হয়—পাটলীপুত্রের রাজছত্র, পাটলীপুত্রের সিংহাসন এনে বসিয়ে দেব তোমার এই মাতৃস্নেহের পুণ্য তীর্থে। এই বুক, এই হৃদয় যদি চন্দ্রগুপ্তকে না পেয়ে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সেও সহ্য করব, তবু—তবু আমার এই মাতৃহারা শিশুকে যে মা অসীম বাৎসল্য ভরে—সন্তানরূপে পালন করল, সেই যশোমতী মাকে আমি কাঁদাব না।

সকলে—সম্রাট—সম্রাট—

সমুদ্র—পেছু ডেকো না রাজরাজ। আমি যাই। যাবার আগে মুক্তকণ্ঠে বলে যাই, দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের জীবনে আজ সর্ব্বপ্রথম পরাজয়। তবে এ পরাজয় বাহুবলে নয় অস্ত্রবলে নয়—এ পরাজয় বিশ্বজননীর ঐ পবিত্র মাতৃস্নেহের কাছে।

শেষ

মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত নাটক

রায়গড়—	ষ্টার
রণজিৎ সিংহ (৩, সং)	”
মহারাজ নন্দকুমার (৫ম সং)	”
দেবী চৌধুরাণী	”
টিপু সুলতান (৭ম সং)	”
বিজয় নগর	”
স্বর্গ হতে বড়	”
শ্রীদুর্গা	”
শত বর্ষ আগে	”
সোণার বাংলা	”
রাণী দুর্গাবতী	”
মহালক্ষ্মী	”
সতী তুলসী	”
রাজসিংহ	”
চক্রধারী	”
গঙ্গাবতরণ	”
মৃণালিণী	”
রাণীভবাণী	”
হায়দার আলী	”
কমলে কামিনী	”
উত্তরা—	রঙমহল
অভিযান	মিনার্ভা
গয়াতীর্থ	”
কঙ্কাবতীর ঘাট	নাট্যভারতী
মাইকেল	রঙমহল

গৌতম সেন

ডাক্তার — মিনার্ভা

মন্মথ রায়

একাঙ্কিকা

শচীন সেনগুপ্ত

ঝড়ের রাতে — সতীতীর্থ

নিতাই ভট্টাচার্য্য

কালের পদধ্বনী বা সংগ্রাম

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

পলাশী — ষ্টার

উৎপলেন্দু সেন

পার্থসারথি — মিনার্ভা

সিন্ধু গৌরব — রঙমহল

সুধীন্দ্র রাহা

রণদা প্রাসাদ — ষ্টার

দিল্লী চলো — ”

গোলকুণ্ডা — ”

ভোলানাথ কাব্যতীর্থ

বৃত্র সংহার — ষ্টার

যদুনাথ খাস্তগীর

অভিমানিনী — ”

সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

অগ্নিশিখা — নাট্যনিকেতন

অমৃতলাল বসু

যাজ্ঞসেনী